হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স

মা ন বা ধি কা র রি পো র্ট

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ইনডিজিনাস হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স

promoting the visions of indigenous peoples

ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস-আইপিডিএস

European Union

হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স

মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৫

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ইনডিজিনাস হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স

সম্পাদক
সঞ্জীব দ্রং

সম্পাদক মণ্ডলী
রিপন বানাই
পিয়া দফো
তুলি লাবণ্য দ্রং

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৫

© ছবি
আইপিডিএস

মুদ্রণে
থাংস্রে কালার সিস্টেম

সহযোগিতায়
European Union

প্রকাশনায়
promoting the visions of indigenous peoples

ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস-আইপিডিএস
৬২ প্রবাল হাউজিং, রিং রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮-০২-৮১২২৮৮১, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯১০২৫৩৬
মোবাইল : ০১৭১১৮০৪০২৫, ০১৭৩১-৮৫০৯৮৯
ই- মেইল: ipdsaski@yahoo.com/ drong03@yahoo.com
www.ipdsbd.com

আদিবাসী মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১৫

আদিবাসী সংগঠনসমূহের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৫ সালে সারা দেশে আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়েছে। ২০১৪ সালের তুলনায় আদিবাসী জনগণের উপর সরাসরি আক্রমণ, আদিবাসী গ্রামে সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতকারী ও ভূমিদস্যুদের হামলা, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, হত্যা ও প্রকাশ্য মারধর, নিপীড়ন ও অত্যাচার, আদিবাসী গ্রাম আক্রমণ ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া, মিথ্যা মামলা ও হয়রানিসহ মানবাধিকার লংঘন ২০১৫ সালে অনেক বেড়েছে।

জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম বলেছে, বিশ্বের ৭০টি দেশের ৩৭ কোটি আদিবাসী জনগণ আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক আচরণের শিকার। আধুনিক রাষ্ট্র এ যাবত বহুজাতিক কোম্পানী, পুঁজিপতি ও শক্তিমানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচর্যা করে এসেছে। এ দীর্ঘ সময়ে আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব জগত, বসতভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার হারিয়েছে। যে পাহাড় ও বনকে তারা স্বতসিদ্ধ বলে তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার হিসেবে দেখতো, রাষ্ট্র তাদের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা না করে, সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করেছে। বাঁধ, সংরক্ষিত এলাকা, ন্যাশনাল পার্ক, ইকো-টুরিজম, সামাজিক বনায়ন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প- এসব নানা প্রকল্পের দ্বারা আদিবাসীদের উন্নয়ন তো হয়ইনি বরং তারা হয়েছে এসব কারণে উচ্ছেদের শিকার। তাদের গ্রাম, বসতভিটা, ফসলের ক্ষেত, বিচরণভূমি তারা হারিয়েছে। তাই দেখা যায় দরিদ্র অসহায় মানুষ, আদিবাসী জাতি যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, দেশে দেশে তারা ভয়াবহ মানবাধিকার লংঘন ও বৈষম্যের প্রত্যক্ষ শিকারে পরিণত হয়েছে। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ভূমি নিয়ে আদিবাসীদের দীর্ঘকালের যে সমস্যা, তার কোনো সমাধান হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দেড় যুগের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও বাস্তবায়িত হয়নি। আদিবাসী সংগঠনসমূহের মানবাধিকার প্রতিবেদন এবং দৈনিক পত্রিকার রিপোর্ট অনুসরণ করলে প্রমাণ সহজেই মেলে যে, আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভালো নয় এবং অবনতিশীল। ২০১৪ সালের চেয়ে ২০১৫ সালে আদিবাসীদের উপর নিপীড়ন, নির্যাতন ও হামলার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আদিবাসীদের আত্মপরিচয়, আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ভূমির অধিকার, নিজস্ব জীবনধারা নিয়ে বিকশিত হওয়ার অধিকার, উন্নয়নের নিয়ন্ত্রণ, সব কিছু অনিশ্চয়তার মধ্যে আটকে গেছে। খুব ভালো সুযোগ এসেছিল ২০১১ সালের জুন মাসে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর সময়। আদিবাসী মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারসহ তাদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখার সুযোগ ছিল রাষ্ট্রের কাছে। দুঃখের বিষয়, আদিবাসী সংগঠনসমূহের ও দাবিকে উপেক্ষা করে সরকার সংবিধানে ২৩ক ধারায় 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অন্যদিকে নতুন ৬(২) ধারা যুক্ত করে বলেছে, 'বাংলাদেশের জনগণ জাতিতে বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবে।' সংবিধানের ২৩ক ধারার ইংরেজি অনুবাদ আরো নিম্নমানের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছে। সেখানে আছে, The State shall take steps to protect the unique local culture and tradition of the tribes, minor races, ethnic sects and communities. আদিবাসী জনগণ স্বভাবতই এটি গ্রহণ করেনি, তারা দুঃখ পেয়েছে, দেশব্যাপী মানববন্ধন করে প্রতিবাদ করেছে। আদিবাসীরা এভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হতে চায়নি। এখন প্রতি বছর 'আদিবাসী পরিচয়' নিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। সংবিধানে কোথাও বলা নেই যে, আদিবাসীদের 'আদিবাসী' বলা যাবে না। তারপরও প্রশাসনে এবং সরকারি পর্যায়ে এ ধারণা প্রবলভাবে প্রচার করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে আদিবাসী নেই। যারা আছে তাদের 'উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' বলতে হবে। মিডিয়াতেও এ ধারণা প্রচার করা হয়েছে। তারপরও আমরা আশান্বিত যে, বেশির ভাগ মিডিয়া আদিবাসী শব্দটিই ব্যবহার করছেন। আমরা আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে বার বার বলার চেষ্টা করছি যে, আদিবাসী জনগণের আত্মপরিচয়ের অধিকার রয়েছে। এটি আমাদের মানবাধিকার। আন্তর্জাতিকভাবেও আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের অধিকার স্বীকৃত। কেউ ইচ্ছে করলেই কোনো জাতিসত্তার পরিচয় বদলে দিতে পারে না। এটি নৈতিকতা সম্পন্ন নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়। তবু এ পরিচয়ের বিতর্কের ফলে মাঠ পর্যায়ে আদিবাসীদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারকে অস্বীকার করে তাদের জমি দখলের চেষ্টা

চলছে। অনেক জায়গায় আদিবাসীদের ভূমি কেড়ে নেয়া হয়েছে, আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আবার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পরিচয়ের এই বিভ্রান্তির কারণে জেলা পর্যায়ে আদিবাসী সনদ মিলছে না। এনজিও পর্যায়ে আদিবাসী শব্দ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। আদিবাসী পরিচয়কে অস্বীকৃতির কারণে প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে এক ধরনের নেতিবাচক বার্তা বা মেসেজ যাচ্ছে যে কারণে আদিবাসীদের উপর আক্রমণ, ভূমি দখল, হত্যা, নারী নির্যাতনসহ মানবাধিকার লংঘন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এসব মানবাধিকার লংঘনের বিচার হচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণাপত্রসমূহ এবং আদিবাসীদের উপর মানবাধিকার লংঘন

যে কেউ বলবেন আন্তর্জাতিক সনদ, জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র, আইএলও কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণাপত্র পালন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। ইতিবাচক দিক হলো বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আন্তর্জাতিক সনদ অনুস্বাক্ষর করেছে। এক্ষেত্রে বাস্তবায়নের দিক দিয়ে আরো অনেক উন্নতি করতে হবে। আদিবাসী জনগণের মানবাধিকার পরিস্থিতির দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায় যে, পুরো ২০১৪ সাল জুড়ে আদিবাসীরা নানা ধরনের নিপীড়ন, নির্যাতন, আক্রমণ, হয়রানি ও মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়েছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। আদিবাসী ও ট্রাইবালদের জন্য আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ এর ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ঐতিহ্যগত অধিকৃত ভূমির উপর যৌথ কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করতে হবে।' অনুচ্ছেদ ১২ এবং ১ উপ-অনুচ্ছেদ বলছে, জাতীয় নিরাপত্তা কিংবা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কারণে দেশের আইন এবং বিধি ব্যতীরেকে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে তাদের আবাসভূমি থেকে তাদের স্বাধীন সম্মতি ছাড়া বাস্তুচ্যুত করা যাবে না।' উপ-অনুচ্ছেদ ২ বলছে, 'যখন বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে এই জনগোষ্ঠীকে এরূপভাবে সরানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে তাদেরকে অন্তত তাদের পূর্ব-অধিকৃত জমির সমান ভালো মানের জমি প্রদান করতে হবে, যা তাদের বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের উন্নয়নের উপযোগী। যে ক্ষেত্রে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে এবং যেখানে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী নগদ অর্থে কিংবা অন্য কোনভাবে ক্ষতিপূরণ পছন্দ করে, উপযুক্ত নিশ্চয়তাসহ তাদেরকে সেভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।' উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার এই কনভেনশন র‍্যাটিফাই করেছে। ২০১৫ সালে বৃহত্তর সিলেটের খাসিয়াসহ আদিবাসীরা তাদের ঐতিহ্যগত অধিকৃত ভূমি নিয়ে আক্রমণের শিকার হয়েছে। জমির দলিল বা কাগজপত্র নেই, এই অজুহাতে ভূমিদস্যুর দল ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের নিয়ে শ্রীমঙ্গলের নাহার খাসিয়া পুঞ্জি, কুলাউড়ার ঝিমাই পুঞ্জিসহ আদিবাসীদের গ্রাম আক্রমণ করেছে খাসিয়াদের উচ্ছেদ করার জন্য। এসব ঘটনা নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। জাতীয় পত্রপত্রিকায় খবর ছাপা হয়েছে। আদিবাসী সংগঠনসমূহ প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেছে, মানববন্ধন করেছে। এসব আক্রমণের ঘটনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের প্রশাসন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিদস্যুদের সহায়তা করেছে। কোনো কোনো ঘটনায় প্রশাসন আদিবাসীদের পক্ষে না থেকে উল্টো হামলাকারীদের সমর্থন করেছে। এসব ঘটনায় এই আইএলও কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক সনদের সরাসরি লংঘন হয়েছে। আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ এর ১৩ অনুচ্ছেদে লেখা আছে, 'এই কনভেনশনের বিধানাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ভোগদখলে থাকা কিংবা অন্যভাবে ব্যবহৃত ভূমি কিংবা ভূ-খন্ড অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উভয়ের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং বিশেষ করে এই সম্পর্কিত সমষ্টিগত সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিশেষ তাৎপর্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।' আইএলও কনভেনশনের ১৪(১) অনুচ্ছেদ বলছে, 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলে থাকা ভূমির উপর মালিকানা ও ভোগদখলের অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। অধিকন্তু তাদের সম্পূর্ণভাবে দখলীকৃত নয়, কিন্তু তাদের জীবনধারণ ও ঐতিহ্যগত কার্যক্রমের জন্য প্রথাগতভাবে প্রবেশাধিকার রয়েছে এমন ভূমি ব্যবহারের অধিকার সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে যাযাবর জনগোষ্ঠী ও জুম চাষীদের অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।' ১৪ (২) অনুচ্ছেদ বলছে, 'সরকার প্রয়োজন অনুসারে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলে থাকা ভূমির পরিচিহ্নিত করা এবং তাদের মালিকানা ও ভোগদখলের অধিকার সুরক্ষার কার্যকর নিশ্চয়তা বিধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।' অনুচ্ছেদ ১৪(৩) এ লেখা আছে, 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক দাবিকৃত ভূমি সমস্যা নিরসনের জন্য জাতীয় আইনী ব্যবস্থার মধ্যে পর্যাপ্ত কার্যপ্রণালী গড়ে তুলতে হবে।' অনুচ্ছেদ ১৫ বলছে, 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভূমির সাথে সম্পৃক্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার বিশেষভাবে সুরক্ষা করতে হবে। এসব অধিকারের মধ্যে এসব সম্পদের ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট

জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।' বলাই বাহুল্য, আদিবাসীদের ভূমি অধিকারের ক্ষেত্রে গত বছর কোনো রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ তো দূরের কথা, আদিবাসীরা ভূমি থেকে উচ্ছেদের হুমকির মুখে পড়েছে। মৌলভীবাজার জেলার খাসিয়ারা রুঁখে দাঁড়িয়ে, সংগ্রাম করে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। সরকারের প্রশাসনের তেমন সহায়তা তারা পায়নি। প্রশাসন আইএলও কনভেনশনসহ আদিবাসী অধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘ সনদের পুরোপুরি লংঘন করেছে। আদিবাসী সংগঠনসমূহ বার বার বলেছে, আদিবাসীদের শুধুমাত্র কাগজ বা দলিল নেই বলে উচ্ছেদ করা যাবে না। যদি জোরপূর্বক এটি করা হয়, তা হবে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং আইএলও কনভেনশনের পরিপন্থী। এছাড়াও মাইনরিটি রাইটস্ ডিক্লারেশন, জীববৈচিত্র্য সনদ, হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স ঘোষণাপত্র, জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদসহ আন্তর্জাতিক সনদের লংঘন হয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। ২০১৫ সালে আদিবাসী মানবাধিকারকর্মীর উপর সরাসরি আক্রমণ হয়েছে, আদিবাসী নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে, ভূমি অধিকারকর্মীকে প্রকাশ্যে মারধর ও হত্যা করা হয়েছে। উরাও নেত্রী নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য বিচিত্রা তির্কীকে দিনের বেলা প্রকাশ্যে আক্রমণ ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে। প্রবল বিচারহীনতার সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে এসব মানবাধিকার লংঘনের যথাযথ তদন্ত ও সুষ্ঠু বিচার হয়নি। ভবিষ্যতে হবে বলেও আশা করা যায় না। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৯৮ সালে গৃহিত হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স ঘোষণাপত্রের ১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত থাকার অধিকার রয়েছে।' অনুচ্ছেদ ২ বলছে, 'রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা প্রদান করা এবং আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে রাষ্ট্র হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।' দুঃখের বিষয়, আদিবাসী মানবাধিকারকর্মীদের ক্ষেত্রে এই ঘোষণাপত্রের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই না। আদিবাসী অধিকারের জন্য কাজ করতে গিয়ে অনেককে সরাসরি হামলা ও আক্রমণের শিকার হতে হয় এবং অনেক মানবাধিকার লংঘনের কোনো সুষ্ঠু বিচার পাওয়া যায় না। আমরা বার বার বলছি আদিবাসী মানুষের অধিকার মানবাধিকার। ২০০৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র গৃহিত হওয়ার পর থেকে আদিবাসী অধিকারের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী নতুন মাত্রা পেয়েছে। আদিবাসী ঘোষণাপত্রের ৪৬টি ধারার ১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যেভাবেই হোক আদিবাসীরা জাতিসংঘ সনদ, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসমূহে বর্ণিত সকল অধিকার ভোগ করবে। ঘোষণাপত্রের ৩ নম্বর ধারায় বলা আছে, আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের বলে তারা স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান নির্ণয় করতে পারে এবং স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারে। ১০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, আদিবাসীদের জোর করে তাদের এলাকা বা ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। তা ছাড়াও আদিবাসীদের মাতৃভাষায় পড়াশোনার সাথে সাথে নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথাও ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে। আদিবাসী এ ঘোষণাপত্রের মধ্য দিয়ে আদিবাসীরা নিজেদের আদিবাসী মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করতে পারবে যেখানে কোনরকম বৈষম্য ছাড়া তারা আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশ ঘটাতে পারবে। ঘোষণাপত্রের ২৬ ধারায় বলা হয়েছে, যে সব ভূমি, এলাকা ও প্রাকৃতিক সম্পদ আদিবাসীরা বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখল করে আসছে বা কোনরকম ব্যবহার করে আসছে, তার উপর আদিবাসীদের অধিকার রয়েছে। আবার বলা হয়েছে, রাষ্ট্র এ সব ভূমি, অঞ্চল ও সম্পদের আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং এ ধরনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে আদিবাসীদের রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও ভূমি মালিকানা প্রথাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে। এছাড়াও আদিবাসীদের নাগরিকত্ব, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, অধিকারের সমতা, মর্যাদা, আদিবাসী নারী, তরুণ, শিশু ও প্রবীণদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও মনযোগ গ্রহণ, শিক্ষা, চাকুরি, কারিগরি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্রে স্থান পেয়েছে।

আদিবাসীদের উন্নয়ন ও মানবাধিকার

প্রতি বছর জাতিসংঘ সদর দফতরে বিশ্বের আদিবাসী প্রতিনিধিগণ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের অধিবেশনে মিলিত হন। জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকারে ৬টি বিষয়ের উপর কাজ করছে। আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘে ভলান্টারি তহবিল রয়েছে যেখানে আদিবাসীদের সংগঠনসমূহ তহবিলের জন্য আবেদন করতে পারে। আর ২০০৫ সাল

থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়কে জাতিসংঘ আদিবাসী দ্বিতীয় দশক ঘোষণা করেছিল যাতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আদিবাসীদের উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশীদার করে এবং এ অংশীদারিত্ব যেন মর্যাদাপূর্ণ হয়। আদিবাসীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউএনডিপি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ডানিডা, ইফাড ছাড়াও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা যেমন ইউনেস্কো, ইউনিসেফ প্রভৃতি সংস্থা এগিয়ে আসছে। আমাদের দেশের কিছু বড় এনজিও গত কয়েকবছর ধরে আদিবাসীদের নিয়ে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করছেন। এক্ষেত্রে সবার মনে রাখা দরকার আদিবাসীরা যেন শুধু উপকারভোগী না হয়, উন্নয়নের নিয়ন্ত্রণে যেন তাদের অর্থপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তবেই প্রকৃত উন্নয়ন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতিকে সম্মান করতে না শিখলে, এরকম ভাবা সহজ কাজ নয়। অর্থাৎ আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য প্রথমে ওদের শত বছর ধরে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বিবেচনা করতে হবে। আদিবাসীদের নিয়ত বঞ্চনার কথা মাথায় রাখতে হবে। কেন আদিবাসী মানুষ দেশ ছাড়ে, কেন ওরা নিরপত্তাহীনতায় ভোগে, কেন বনে ও পাহাড়ে ওরা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়, কেন ওদেরকে আক্রমণ করার পরও প্রশাসন, পুলিশ ও সরকার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ওদের পক্ষে এগিয়ে আসে না, আর কেন আদিবাসীরা প্রশাসন, পুলিশ ও সরকারকে ওদের বন্ধু ও সহযোগী ভাবতে পারে না, আর যখন ভূমিলোভী চক্র বুঝতে পারে যে, সরকার ও প্রশাসন সরাসরি আদিবাসীদের পক্ষে দাঁড়ায় না, তখন কেন ওই শক্তিমানেরা প্রবল উৎসাহে আদিবাসী গ্রাম আক্রমণ করে, হুমকি দিয়ে ওদের জায়গা-জমি কেড়ে নেয়- এসব বিবেচনায় আনতে হবে। কেন আদিবাসীরা আদালতে গিয়ে বিচার পায় না বা বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে মামলা চালাতে পারে না, কেন ওরা দেশান্তর হয়, এসব ভাবতে হবে। আদিবাসীদের দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনাকে বিবেচনায় রেখে এগুতে হবে। অনেক জায়গায় আদিবাসীরা তাদের ওপর ঘটে যাওয়া অত্যাচার-শোষণ-নিপীড়নকে ভাগ্য ও নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়ে কোনরকম বেঁচে থাকে। আদিবাসীদের এই বিষয়টিকে চিন্তায় না এনে সত্যিকার উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? বুকের গভীরে যে ক্ষত নিয়ে আদিবাসীরা দীর্ঘদিন টিকে আছে, তাতো প্রথমে নিরাময় করতে হবে। আদিবাসীদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানবাধিকার ছাড়া কিসের উন্নয়ন? কেন পাহাড় দেশে দলে দলে বহিরাগত মানুষকে আদিবাসীদের ভূমিতে পুনর্বাসিত করা হলো, কেন আদিবাসীদের ভূমি দ্রুত বেদখল হয়ে গেল, এসব না ভেবে কী উন্নয়নের কথা আমরা বলবো? তাই আদিবাসীরা মনে করে, আদিবাসীদের বঞ্চনা-হাহাকার-দারিদ্র্যতার মূল কারণ হলো ওদের অধিকারহীনতা। ওরা ন্যূনতম নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে চিরকাল বঞ্চিত রয়ে গেছে। রাষ্ট্রের প্রবল শক্তি ও বিরোধিতার মুখে ওদের জীবন 'নেই' হয়ে গেছে। আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, সাহিত্য, গল্প, শিল্প সব বিপন্ন। জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব কফি আনান এক বাণীতে বলেছেন, 'আদিবাসীদের উন্নয়নের অর্থপূর্ণ অংশীদার করতে হবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ও বাস্তবায়নে তাদের সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়েই আদিবাসীদের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। তিনি বলেছেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনে কাজ করার সময় আদিবাসীরা উপকৃত হবে, এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। আমি মানবাধিকার দিবসে আদিবাসীদের ওয়ার্ল্ডভিউ ও মনস্তত্ত্ব রাষ্ট্র এবং বৃহত্তর সমাজের মানুষকে উপলব্ধি করার অনুরোধ করি।' তাই আদিবাসীদের উন্নয়নের অর্থপূর্ণ অংশীদার করতে হবে। এ অংশীদারিত্বে মর্যাদা থাকবে। মানবাধিকারের ভিত্তিকে আদিবাসীদের উন্নয়নের প্রধান শর্ত করতে হবে। আদিবাসীদের উন্নয়নের মূল ভিত্তি হবে তাদের মানবাধিকার। কেন আদিবাসীরা ইকো-পার্ক চায় না, কেন ওরা সামাজিক বনায়ন প্রকল্পকে অবিশ্বাস করে এবং বনবিভাগ ও পুলিশকে আস্থায় নিতে পারে না, এ কথা সকলকে বুঝতে হবে। আদিবাসীদের 'না' বলার অধিকারকে সম্মান করতে হবে।

জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র ও বাংলাদেশের আদিবাসী

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের আদিবাসী দিবসের বাণীতে বলেছিলেন, জাতিসংঘ সারধারণ পরিষদে গৃহীত আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নেও আমরা একযোগে কাজ করতে চাই। বলাই বাহুল্য, এই বাণী বা প্রতিশ্রুতি পূরণ তো দূরের কথা আদিবাসীদের অস্তিত্বই সরকার পরবর্তীতে অস্বীকার করেছে। এখন আমরা দেখি কী আছে এ ঘোষণাপত্রে। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন ২০০৭ সালে সাধারণ পরিষদে আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র গৃহীত হওয়ার ঘটনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, ১৩ সেপ্টেম্বর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সূচনা হলো যেখানে সদস্যরাষ্ট্রসমূহ এবং আদিবাসী জনগণ তাদের দুঃখময় ইতিহাস দূর করে একত্রে সকলের জন্য মানবাধিকার, ন্যায্যতা ও উন্নয়নের পথ খুলে দিতে পারবে।

জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের চেয়ারপার্সন ভিক্টোরিয়া টাওলি করপোস বলেছেন, এ ঘোষণাপত্র আমাদের সকলের সংগ্রামের ফসল যা পৃথিবীতে আদিবাসীদের নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়, অধিকার, মর্যাদা ও সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। তিনি সকল সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ ও আদিবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আমাদের সকলের সামনে এখন একটি ঐতিহাসিক কাজ বাকী রয়েছে যেখানে আমরা এই ঘোষণাপত্র কার্যকর ও ফলপ্রসু করতে পারি। ভবিষ্যতে সবার জন্য মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এ দলিলকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ র‍্যাটিফাই করবে বলেও সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পরে ভুলে গেছে। বিশ্বজুড়ে আদিবাসী নেতারা বলছেন, আদিবাসীদের দারিদ্রতার মূল কারণ হলো সুদীর্ঘকাল ধরে সরকারসমূহের আদিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে অসম্মান ও অস্বীকার করা। বাংলাদেশের ৪৭টির অধিক আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ এখনো তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে। এ সংগ্রাম শুধু আদিবাসীদের নয়, আমাদের সকলের। আদিবাসীদের নিজস্ব পরিচয়, সংস্কৃতি ও অধিকারকে স্বীকৃতি দিলে রাষ্ট্র নিজেই সম্মানিত হবে।

আদিবাসী ইস্যুতে পৃথিবীর অনেক দেশ

আদিবাসী ইস্যুতে পৃথিবীর অনেক দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। নরওয়েসহ স্ক্যানডিনেভিয়ান কয়েকটি দেশে আদিবাসী সামি পার্লামেন্ট আছে। নেপালের কনস্টিটিউশন এসেম্বেলিতে জনজাতিদের বড় ভূমিকা এবং ওদের সংসদের স্পীকার ছিলেন লিমবু আদিবাসী। এক সময় ভারতের স্পিকার ছিলেন মেঘালয়ের একজন গারো। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম এরকম আরো অনেক দেশ চেষ্টা করছে আদিবাসীদের অধিকার প্রদানের। অস্ট্রেলিয়া সরকার অতীতের ভুল আচরণের জন্য পার্লামেন্টে আদিবাসীদের কাছে ঐতিহাসিক ক্ষমা চেয়ে বলেছে, 'এই ক্ষমা প্রার্থনা ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আমরা একে অপরের যাতনা বুঝতে পারবো এবং সামনে অগ্রসর হতে পারবো।' ক্লজিং দ্য গ্যাপ নামে সরকারি বড় প্রকল্প চলছে অস্ট্রেলিয়ায়। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। আইএলও কনভেনশন

র‍্যাটিফাইয়ের বেলায়ও তারা শীর্ষে। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস আইমারা আদিবাসী সন্তান। পাকিস্তানেও প্রভিন্সিয়ালী এডমিনিস্টারড ট্রাইবাল এরিয়া এবং ফেডারালী এডমিনিস্টারড ট্রাইবাল এরিয়া (পাটা ও ফাটা) আছে যা চিত্রল, দির, সোয়াট, খাইবার, কারাম, নর্থ ওয়ারিজিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। স্বশাসনের সবচেয়ে ভালো নমুনা হলো নর্থ ইস্টসহ ভারতের আদিবাসী অঞ্চলগুলো। এদিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইংরেজ কমিশনার ক্যাপ্টেন লিউইন আদিবাসী পাহাড়ি জীবনের সারল্য, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, প্রকৃতির প্রতি মমতা ও মানবিক মূল্যবোধ দেখে মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ সরকারকে ওই সময় লিখেছিলেন, 'এই পাহাড়-পর্বতগুলিকে আমরা যেন কেবল আমাদের নিজ স্বার্থেই শাসন না করি, আমরা যেন কেবল এই পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থেই, তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিধানের নিমিত্তই শাসনকার্য পারিচালনা করি।'

আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১৫

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লংঘন

আদিবাসীদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিগত বছরের চেয়ে আরও অবনতি ঘটেছে। আদিবাসীদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও তেমন কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি।

২০১৫ সালে ৭৪ জন আদিবাসী নারী এবং স্কুল ছাত্রীসহ হয়রানির শিকার হয়েছে। যদিও বা বেশির ভাগই জামিনে মুক্ত হয়েছেন। একই সময়ে ১৩৪ জন আদিবাসী যার মধ্যে ১০১ জন পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ৩৩ জন সমতলের আদিবাসী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। নির্যাতনকারীদের অধিকাংশই অআদিবাসী বাঙালি। এসব অপরাধ সংগঠনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারীর সংস্থাসমূহের সহযোগিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাড়ি-ঘর ধ্বংস, মালামাল লুটপাটের ঘটনা ২০১৫ সালে বাঙালিদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়। এসময়ে সমতল আদিবাসীদের ৮৪টি বাড়ি-ঘর ধ্বংস, ৩৫টি বাড়ি অগ্নিসংযোগ এবং পাহাড়ে ভূমিদস্যু কর্তৃক বাড়ি-ঘর দখল করা হয়।

ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জলবায়ু পরিবর্তন

পূর্বের বছরগুলোর মত ভূমি সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ২০১৫ সালেও অব্যাহত ছিল। ২০১৫ সালে ভূমিদস্যু কর্তৃক সমতলের ২৬টি বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং ৬৫টি বাড়িঘরে ভাংচুর ও লুটতরাজ চালানো হয়। ভূমি সংক্রান্ত সংঘর্ষে ৪৪জন আদিবাসী যাদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫ জন এবং সমতলের ৩৯ জন আদিবাসী ভূমিদস্যুদের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন।

২০১৫ সালে কমপক্ষে ৪৫টি আদিবাসী পরিবার নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়েছে এবং ১৪০০টি পরিবার উচ্ছেদের হুমকির মধ্যে রয়েছে, যাদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৬৫৭টি পরিবার ও সমতলের ৭৪৩টি পরিবার। ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সমতলের অন্তত একটি আদিবাসী গ্রাম হামলার শিকার হয়েছে, অপরদিকে সমতলের ১১.৫ একরসহ মোট ৫২১৬ একর জমি রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় পক্ষ কর্তৃক দখল করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ২২.৫ একরসহ প্রায় ১৩২৬.৯৯ একর ভূমি অবৈধ্য জবর দখল ও অধিগ্রহণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৫ সালে ভূমিদস্যুরা সমতল অঞ্চলে ১১ জনসহ মোট ২৮ জন প্রতিবাদকারী আদিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দায়ের করেছে।

১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্ত চুক্তি ২০১৫ ভারতীয় পার্লামেন্টে অনুমোদনের ফলে মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার আদিবাসী খাসি জনগোষ্ঠীর পাল্লাতল পুঞ্জির মোট ৩৬০ একর ভূমি ভারতের হাতে চলে যাওয়ার শঙ্কায় প্রায় ৩৫০টি খাসিয়া ও গারো পরিবার চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছে। এতে করে তাদের জীবন জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তথাকথিত ইজারাদার ও প্রাইভেট কোম্পানী রাবার চাষ, ক্যাম্প ও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, সংরক্ষিত বন ঘোষণার নামে ও সেটেলার কর্তৃক জবর দখলের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। অন্যদিকে প্রভাবশালী ভূমিদস্যু চা বাগানের মালিক জাতীয় রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্তৃপক্ষ সমতলের আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদের জন্য দায়ী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার জাতীয় আইন ও নীতিমালা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং সমতলে পূর্ববঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ অমান্য করে ভূমি জবর দখল করা হয়। এক্ষেত্রে সমতলের স্থানীয় পুলিশ ও ভূমি অফিসের কর্মকর্তারা প্রায় ভূমিদস্যুদের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বস্তুত, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘণের জন্য দায়ী অপরাধিদের দায়মুক্তির কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘণের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

আদিবাসী নারী ও কন্যাশিশুর পরিস্থিতি

২০১৫ সালে সারাদেশে ৮৫ জন আদিবাসী নারী ও কন্যাশিশু শারিরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৪ জন পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ৪১ জন সমতলের আদিবাসী নারী ও কন্যাশিশু। ২০১৫ সালে ২৬টি ধর্ষণ ও গণধর্ষণ, ৩টি হত্যা, ১১টি শারীরিক লাঞ্ছনা, ১৬টি ধর্ষণের চেষ্টা, ৫টি অপহরণ, ৬টি শারীরিক ও যৌন হয়রানি এবং ২টি পাচারের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৫ সালে সংঘটিত মোট ৬৯ টি ঘটনার মধ্যে ৩১টি সমতলে ও ৩৮টি পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভূমি ও অন্যান্য অধিকারসহ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রর্বতনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি ব্যতীত ১৮ বছর পূর্ণ হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক চেয়ারম্যান মহোদয়ের মধ্যকার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬টি সংযুক্তিসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যেসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি তার বিবরণ শিরোনামে ১৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন গত ১ লা এপ্রিল ২০১৫ প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

রাজশাহীতে আদিবাসী ছাত্রনেতা নিজ ঘরে খুন

গত ৮ জানুয়ারি রাজশাহীর তানোর উপজেলার ময়েনপুর গ্রামে বাবলু হেমব্রম (২৩) নামের এক সাঁওতাল যুবককে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, শুক্রবার সকালে আদিবাসী নেতা-নেত্রীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান বাবলু হেমব্রমের মা শান্তি টুডু ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন, কাঁদতে কাঁদতে তিনি পুলিশের উদ্দেশে বলছেন, 'হামার একটাই বিটা, লিয়া যাইতে দিব না। কাটাছিড়া করতে দিব না।

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) একটি দল দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আদিবাসী নেতা-নেত্রীরা নিহত বাবলু হেমব্রমের বাড়ির সামনে প্রতিবাদ সভা করেন এবং অবিলম্বে হত্যার ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানান। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন ও রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি বিলম রাজোয়ার বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, দেশে যখনই গোলযোগপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখনই আদিবাসীদের ওপর হামলা হয়। আর এর সঙ্গে জড়িত থাকে ভূমিদস্যু বা কোনো স্বার্থান্বেষী মহল।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার আনুমানিক রাত দুইটার দিকে মানুষের আওয়াজে বাবলুর বাবা মহেশ্বর হেমব্রমের ঘুম ভেঙে যায়। দরজা খুলে দেখতে পান ছেলের ঘরের দরজা

খোলা। এগিয়ে এসে বাইরের বাড়ির দরজা খোলা দেখে মনে করেন চোরে তাঁর গরু নিয়ে গেছে। চিৎকার করতে থাকেন। ছেলের ঘরে ঢুকে দেখতে পান ছেলে চৌকির পরিবর্তে মেঝেতে পড়ে রয়েছেন। ডেকে কোনো সাড়া না পেয়ে মাথা নাড়াতে গিয়ে বুঝতে পারেন, গলা প্রায় সম্পূর্ণই কাটা।

অন্যদিকে হত্যার প্রতিবাদ করে রাজশাহীর জিরো পয়েন্টে বিক্ষোভ মিছিল, পথ সমাবেশ ও মানববন্ধন করে আদিবাসী ছাত্র পরিষদ। এতে বক্তব্য দেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, রাজকুমার শাঁও, ছাত্রনেতা সুবাস হেমব্রম, উজিত মুন্ডা, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা লিয়াকত আলী, ছাত্রমৈত্রীর নেতা মতিউর রহমান ও রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি বিলম রাজোয়ার, সান্তাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক সমর মাইকেল সরেন প্রমুখ।

এরপর, গত ২১ জানুয়ারি বুধবার আদিবাসী যুবক বাবলু হেমব্রমকে হত্যার প্রতিবাদে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জাতীয় আদিবাসী পরিষদ অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেন। নগরীর কোর্ট শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচিতে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ রাজশাহী জেলার সভাপতি বিমল চন্দ্র রাজোয়ার সভাপতিত্ব করেন।

কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা ছিলেন পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন। এ সময় আরো বক্তব্য দেন, পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য অনিল মারান্ডী, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি রাজশাহী জেলার সভাপতি রফিকুল ইসলাম পিয়ারুল, বাংলাদেশ যুব মৈত্রীর সহসাধারণ সম্পাদক ও রাজশাহী জেলার সভাপতি মনিরউদ্দিন পান্না, হেমন্ত মাহাতো, সাধারণ সম্পাদক নকুল পাহান প্রমুখ।

বক্তারা বাবলু হেমব্রম হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ এবং সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানান।

দিনাজপুরের সাঁওতাল আদিবাসী গ্রামে ভূমিদস্যুদের হামলা

জাতিগত নির্যাতন ও সংখ্যালঘু জাতিগুলোর জমি ও বাড়িঘরের ওপর আক্রমন এবং তাদের জমি দখল প্রথম থেকেই শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত কীভাবে চলছে তার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হলো, ২৪ জানুয়ারি দিনাজপুরের আদিবাসী গ্রামের সাঁওতালদের ওপর এক বড় রকমের হামলা।

জানা যায়, পার্বতীপুর উপজেলার হাবিবপুর গ্রামের মুহম্মদ জহিরুল ইসলাম নামে এক লোক দীর্ঘদিন ধরেই পার্শ্ববর্তী গ্রাম বড়দল সরকার পাড়ার আদিবাসীদের জমি দখলের জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। গ্রামটির অধিকাংশ বসবাসকারীই আদিবাসী। ২৪ জানুয়ারি সকালে জহিরুল ইসলাম তার ছেলে সোহাগ ইসলাম ওই গ্রামে উপস্থিত হয়ে আদিবাসীদের জমিতে চাষ দিতে শুরু করার সময় জমির আইনসঙ্গত মালিক তাদেরকে বাধা দেন। কিন্তু জহিরুল ইসলাম তার লোকজন নিয়ে জমিতে চাষ দিতে বদ্ধ পরিকর হওয়ায় আদিবাসী-বাঙালির সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে আত্মরক্ষার জন্য তীর ছুড়লে একজন বাঙালি তীরবিদ্ধ হন এবং পরে মারা যান।

এ সময় রাকিব টুডু, রবেন টুডু, কাবলু টুডুসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।

এ ঘটনা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জহিরুল ইসলামের আত্মীয়স্বজনসহ, পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে শত শত এসে আদিবাসী গ্রামটিতে হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করে। তাদের প্রত্যেক বাড়ি থেকে তাদের জমিজমার দলিলপত্র লুট করে ছিঁড়ে ফেলে এবং সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তাদের বাড়িতে যে টিউবওয়েল ছিল সেগুলোকেও তারা উঠিয়ে নিয়ে যায় অথবা ভাঙচুর করে। গরু-ছাগল নিয়ে যায় এবং মেয়েদের মারপিট করে। যাওয়ার সময় গ্রামের মধ্যে অবস্থিত কারিতাস পরিচালিত একটি স্কুলসহ গ্রামের সবার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কয়েক ঘন্টা পরে পুলিশ এসে আদিবাসীদের ওপর হামলাকারীদের স্পর্শ না করে সোহাগের হত্যার জন্য ১৯ জন আদিবাসীকে গ্রেফতার করে। গ্রামে পুলিশ আসার পর গ্রামের পুরুষরা গ্রেফতারের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যান। অল্প বয়স্ক মেয়েরাও গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। কারণ তাদের ওপরও তারা নির্যাতন শুরু করে।

জানা গেছে, পার্শ্ববর্তী কাশীপুর, লালমাটি, সালাইপুর গ্রামের লোকেরাও সরকারপুর গ্রামে এসে আক্রমণ চালায়। আদিবাসীদের ৩৮ একর জমি দখলের জন্য বহুদিন থেকেই চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, শুধু দিনাজপুরেই দলিল জাল করে বাঙালিরা আদিবাসীদের ২৫০০ একর জমি দখল করেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ৪০ জন সাঁওতাল নিহত হয়েছেন। এই রকম ঘটনা আরও আছে যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

তবে এটা উল্লেখ করা দরকার, যে জমি জহুরুল ইসলাম দখল করতে গিয়েছিলেন তার কোনো মালিকানা দলিল তার কাছে আছে কিনা এ কথা ডেইলি স্টারের প্রতিনিধি তাকে জিজ্ঞেস করায় তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে নিশ্চুপ থাকেন। অর্থাৎ তার কাছে কোনো দলিল নেই! তিনি জোরপূর্বক সাঁওতালদের জমি দখল করতে গিয়েছিলেন।

বলাই বাহুল্য, যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসীদের জমি সমগ্র সমতল এলাকায় এভাবে বাঙালিরা দখল করে আসছে, সেগুলো আইনগতভাবে নয়, জোরপূর্বকই দখল করা হচ্ছে এবং এসব ঘটেছে একের পর এক সরকারের আমলে। বাংলাদেশে, প্রথম থেকেই চারদিকে যেভাবে লুটপাট চলে এসেছে, ভূমিদস্যুতা তার সঙ্গেই সম্পর্কিত। যারা যেখানে দুর্বল সেখানে তাদের ওপরই এই দস্যুরা হামলা করে তাদের জমিজমা উচ্ছেদ করে, তাদের ভিটেবাড়ি পর্যন্ত উচ্ছন্ন করেছে। তাদের সব রকম সম্পদ লুণ্ঠন করেছে।

সাঁওতাল, গারো, চাকমা, মুরং, ত্রিপুরা ইত্যাদি সবধরনের সংখ্যালঘিষ্ঠদের ওপর আক্রমণ অনেকদিন থেকে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের এই হামলাকে অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হলেও এবং এ দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও এর কোনো প্রকৃত সাম্প্রদায়িক চরিত্র নেই। দেশের কোনো সরকারই একে অপরাধ মনে করে এই লুণ্ঠন বন্ধ করতে অগ্রণী না হওয়ায় তাদের ছত্রছায়াতেই ভূমিদস্যুরা এভাবে পুলিশের উপস্থিতেই তাদের লুণ্ঠন অব্যাহত রেখেছে।

দিনাজপুরে যে ঘটনা বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু সে ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে, একজন ভূমিদস্যু সংঘর্ষের ফলে নিহত হওয়ায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী নামে কথিত পুলিশ

শুধু এটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে এনে আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন শুরু করেছে। হামলাকারীরা একজনও গ্রেফতার হয়নি। তারা তিন-চাঁরশ' আদিবাসীদের ওপর আক্রমণ করে তাদের বাড়িঘর তছনছ, দলিলপত্র নষ্ট এবং সমস্ত কিছু লুণ্ঠন সত্ত্বেও তারা পুলিশের দৃষ্টিতে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী নয়। তারা নিরপরাধ। কাজেই তাদের একজনকেও গ্রেফতার করা হয়নি। এর থেকে বোঝার কি কোনো অসুবিধা আছে যে, সরকার ও তাদের পুলিশ কাদের রক্ষক?

সারাদেশে আদিবাসীদের ওপর কিভাবে ও কতভাবে নির্যাতন হচ্ছে তার হিসেব নেই। এসব নিয়ে দেশে অনেক বিরোধিতা এবং আলোচনা-সমালোচনা থাকলেও বাংলাদেশের দুর্বলতম আদিবাসীদের ওপর মুসলমান সংখ্যাগরিষ্টদের যে চরম নির্যাতন জারি রয়েছে, তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক মহল বলে পরিচিত লোকজনের বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া নেই! এ ক্ষেত্রে নীরব থেকে তারা দেশে বলবৎ ফ্যাসিস্ট শাসনকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন দিচ্ছে। এর থেকে বিপজ্জনক ব্যাপার সমগ্র জনগণের জীবনে আর কী হতে পারে?

আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের ঘটনাস্থল পরিদর্শন

গত ২ ফেব্রুয়ারি সোমবার দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার হাবিবপুর নামক আদিবাসী পল্লীতে ভুমি দখলকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে সহিংস ঘটনা ঘটেছে তা সরেজমিন প্রত্যক্ষ করার জন্য আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের ৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

ককাসের সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানও ওই গ্রামে যান। সভায় তিনি বলেন, জমির মালিকানা বিষয়ে আদালত থেকে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত পার্বতীপুর উপজেলার হাবীবপুর মৌজার বিরোধপূর্ণ জমিতে আদিবাসী বা বাঙালি মুসলমান কোনো পক্ষই চাষ করতে যাবে না। জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে জমি চাষ হবে।

আদিবাসী ষিয়ক সংসদীয় ককাসের আহ্বায়ক সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশার নেতৃত্বে গতকাল বিকেল তিনটায় একটি প্রতিনিধিদল ওই গ্রামে আসেন। মন্ত্রী বলেন, ২৪ জানুয়ারি এখানে যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও দুঃখজনক। ঘটনায় উভয় পক্ষের দায়ের করা মামলা প্রসঙ্গে বলেন, 'ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষে ২৮ জন আদিবাসীকে আসামি করে মামালা হয়েছে। কিন্তু নিশ্চয়ই ২৮ জনের তীরের আঘাতে সে মারা যায়নি।

অন্যদিকে আদিবাসীদের পক্ষে ৩ হাজার ৭৪ জনকে আসামি করে যে মামলা হয়েছে, এটাও অতিরঞ্জিত।' এ অবস্থায় তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছাড়া কোনো নিরীহ মানুষ যাতে হয়রানির শিকার না হন, সে ব্যাপারে পুলিশকে সর্তক থাকতে নির্দেশ দেন।

আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের আহ্বায়ক ফজলে হোসেন বলেন, 'আসলে কিছু করার ছিল না। তবে ৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলব।'

আরো উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড়-১ আসনের সাংসদ নাজমুল হক প্রধান, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, দিনাজপুর-১ আসনের সাংসদ মনোরঞ্জন শীল, ককাসের টেকনোক্রেট কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক মেজবাহ কামাল প্রমুখ।

কুলাউড়ায় পানপুঞ্জির গাছ কাটার আতঙ্কে খাসিয়া আদিবাসীরা

গত ৩০ জানুয়ারি শুক্রবার কুলাউড়া উপজেলা সদরে গাছ কাটা বন্ধের দাবিতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও স্থানীয় আদিবাসীদের উদ্যোগে মানববন্ধন করে। মানববন্ধনে বাপা সিলেট শাখার সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম বলেন, 'ঝিমাই পুঞ্জিতে গিয়েছি। সেখানে গাছ কেটে পরিবেশ ধ্বংসের পরিকল্পনা চলছে। এ অবস্থায় অবিলম্বে গাছ কাটার অনুমোদন বাতিল করতে হবে। অন্যথায় কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।'

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ঝিমাই খাসিয়াপুঞ্জি (গ্রাম) থেকে বিভিন্ন প্রজাতির দুই শতাধিক গাছ কেটে ফেলার প্রস্তুতি নিয়েছে স্থানীয় ঝিমাই চা-বাগান কর্তৃপক্ষ। প্রায় এককোটি টাকায় এসব গাছ এক কাঠ ব্যবসায়ীর কাছে ইতিমধ্যে বিক্রিও করা হয়।

ঝিমাই চা-বাগান কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, চা-বাগানের নামে সরকারের কাছ থেকে ৬৮৬ একর জায়গা ইজারা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২০০ একর জায়গায় চা চাষ হচ্ছে। চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাগানের ইজারাভুক্ত জায়গা থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পরিপক্ব দুই হাজার ৯৬টি গাছ কাটতে বাগান কর্তৃপক্ষ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। সম্প্রতি গাছ কাটার অনুমোদন পায় তারা। এসব গাছ প্রায় এক কোটি টাকায় শ্রীমঙ্গলের কাঠ ব্যবসায়ী মো: শাহনেওয়াজের কাছে বিক্রি করা হয়।

ঝিমাইপুঞ্জি এলাকাবাসী জানান, মৌলভীবাজার কুলাউড়া উপজেলার ঝিমাই খাসিয়াপুঞ্জিতে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে ৭২টি খাসিয়া আদিবাসী পরিবার। পান চাষ করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ চলে। সাত-আট দিন আগে বন বিভাগ ও চা বাগানের লোকজন পান জুমে (পান চাষ এলাকা) ঢুকে কাটার জন্য বেশ কিছু গাছে চিহ্ন দিয়ে যান।

জানা যায়, গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৫ বুধবার চা-বাগানের লোকজন জুমে ঢুকে ৩০-৪০টি পানগাছের গোড়া কেটে ফেলেন। এ সময় তাঁরা গাছ পাহারার জন্য দুটি অস্থায়ী ঘর নির্মাণেরও চেষ্টা করেন। খবর পাওয়া মাত্রই আদিবাসীরা সেখানে ছুটে গিয়ে বাধা দেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।

সেখানে গিয়ে দেখা গেছে, ঝিমাইপুঞ্জির জুমের ভেতর কড়ই, চাপালিশ, জাম, সুন্দি, বনাকসহ বিভিন্ন প্রজাতির বেশ কিছু গাছে লাল কালিতে নম্বর দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ গাছের গোড়া থেকে পানগাছ লতিয়ে ওপরের দিকে উঠেছে। গাছ থেকে আদিবাসীরা পান সংগ্রহ করছেন।

পান সংগ্রহে ব্যস্ত পুঞ্জির বাসিন্দা ফ্রাংকসনি খাসিয়া বলেন, 'চা-বাগান আমরারে তাড়াই দিতে চায়। পান না থাকলে আমরা কী করি খাইমু-বাঁচমু।'

পুঞ্জির মন্ত্রী (প্রধান) রানা সুরং ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি ২০১৫) পুলিশের এক কর্মকর্তা তাঁকে থানায় ডেকে নিয়ে জুমে অস্থায়ী ঘর নির্মাণে বাধা না দিতে বলেন। অন্যথায় তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকিও দেন। এ অবস্থায় স্থানীয় খাসিয়া আদিবাসীরা আতঙ্কে রয়েছেন।

ঝিমাই চা-বাগানের ব্যবস্থাপক জাকির হোসেন বলেন, খাসিয়ারা বাগানের ইজারাভুক্ত জায়গা অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। চা বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী, চা চাষ সম্প্রসারণে ইজারাভুক্ত জায়গা থেকে পরিপক্ব গাছ কাটার সিদ্ধান্ত হয়েছে। চা চাষ সম্প্রসারণ না করলে চা বোর্ড বাগানকে জরিমানা করবে।

তবে আদিবাসী খাসিয়া ও গারোদের আন্তঃপুঞ্জি সংগঠন 'কুবরাজ'-এর সাধারণ সম্পাদক ফ্লোরা বাবলি তালাং বলেন, আদিবাসীরা পাহাড়েই থাকেন। ভূমির মালিকানা তাঁদের ঐতিহ্যগত অধিকার।

বন বিভাগের কুলাউড়া রেঞ্জের রেঞ্জ কর্মকর্তা প্রভাত কুসুম আচার্য বলেন, বাগান কর্তৃপক্ষ বাগান কাটার অনুমতি পেয়েছে। রাজস্ব আদায়ের পর গাছ কাটার কাজ শুরু হবে।

কুলাউড়ার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান জানান, বিষয়টি মিটমাটের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আদিবাসী নারী ও শিশুদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে

গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৫ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আদিবাসী নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দাবিতে 'বাংলাদেশে আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র ২০১৪' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে লিখিত বক্তব্য উপস্থান করেন আয়োজক সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক চৈতালী ত্রিপুরা। তিনি জানান, আদিবাসী নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতার ঘটনা বেড়েই চলেছে। ধর্ষণ ও শারীরিক লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটছে সবচেয়ে বেশি।

জানা গেছে, ২০১৩ সালের চেয়ে ২০১৪ সালে সহিংসতার হার বেড়েছে প্রায় দেড় গুণ। ২০১২ সালে ৭৫জন, ২০১৩ সালে ৬৭জন, এবং ২০১৪ সালে ১১৭ জন আদিবাসী নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতা চালানো হয়। ২০১৪ সালে যৌন ও শারীরিক সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর মধ্যে ৫৭ শতাংশই শিশু। তিনি আরও জানান, মোট জনসংখ্যার মধ্যে নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতার ঘটনা ঘটলেও তুলনামুলকভাবে এই হার আদিবাসী নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৫১টি এবং সমতল অঞ্চলে ২৪টি।

দেশে মোট জনসংখ্যার ১.২ শতাংশ আদিবাসী হয়েও তাদের ওপর সহিংসতার হার ১২ শতাংশ। তাই এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়।

সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে আদিবাসী নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে জানা গেছে, জাতি ও সংস্কৃতিগত ভিন্নতা, বিচারহীনতা,

পোশাকের ভিন্নতা, ভূমি পুনর্বাসন নিস্পত্তি না হওয়া, যৌন হয়রানির শিকার নারীদের পরীক্ষায় চিকিৎসকদের নানা টালবাহানা, শাস্তি না হওয়া, সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত আইনি ব্যবস্থা না করা, বস্তুতগত সহায়তা ও পরিবারের নিরাপত্তার অভাবসহ বিভিন্ন কারণে এসব ঘটনা বারবার ঘটছে।

উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সহিংসতার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় আদিবাসী নারী ও শিশুরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ তিনটি জেলায় এসব ঘটনা বেশি ঘটছে। এসব প্রতিরোধে সরকার ও সুশীল সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সহসাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রাখি দাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক সাবিহা ইয়াসমিন, নারী প্রগতি সংঘের সমন্বয়কারী দিলারা রেখা, কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা, আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সমন্বয় কমিটির সদস্য রাখী ম্রং প্রমুখ।

সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও স্বতন্ত্র ভূমি কমিশন গঠনের দাবি

গত ৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে 'মৌলভীবাজারে খাসিয়া আদিবাসী তরুণী হত্যা, ঝিমাই পুঞ্জি দখলের অপচেষ্টা ও আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের বিচার চাই' প্রতিবাদে মানববন্ধনের আয়োজন করে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, কুবরাজ আন্তঃপুঞ্জি উন্নয়ন সংগঠন। মানববন্ধনে সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও স্বতন্ত্র ভূমি কমিশন গঠন করে, সব ভূমি সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। আদিবাসীদের নিরাপত্তা বিধানে পাঁচ দফা দাবিও জানান- বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম। দাবিগুলো হল:

- মৌলভীবাজারে খাসিয়া আদিবাসী মেয়ে মোনালিসা নংক্রেটের হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে তাঁদের দ্রুত বিচারের মুখোমুখি করা ও আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- ঝিমাইপুঞ্জিতে খাসিয়া আদিবাসীদের জুম গাছ কাটার সিদ্ধান্ত বাতিল করা এবং সেখানকার বসবাসকারী খাসিয়া আদিবাসীদের নামে ভূমি মালিকানা নিশ্চিত করা।
- আদিবাসীদের ভূমি, সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ তাদের জানমালের নিরাপত্তা করা।
- সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও স্বতন্ত্র ভূমি কমিশন গঠন করে সমস্ত ভূমি সমস্যার সমাধান করা।
- পার্বত্য চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়ন করে যে সকল সমস্যা বিদ্যমান তার সমাধান করা।
- এ পর্যন্ত আদিবাসীদের উপর ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের শাস্তি প্রদান, ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি শ্রী পঙ্কজ ভট্টাচার্য, নাট্যকার মামুনুর রশীদ, ঢাবি ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মি. সঞ্জীব দ্রং, ঢাবি ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌরভ শিকদার, ঢাবি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস প্রমুখ।

জানা যায়, গত ৩০ জানুয়ারি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার দক্ষিণ শাহবাজপুর ইউনিয়নের গান্ধাই পুঞ্জি এলাকা থেকে মোনালিসা নংক্রেট নামের খাসিয়া আদিবাসী তরুণীর লাশ পুলিশ উদ্ধার করে। সে মৃত জন খাসিয়ার মেয়ে। ঘটনার দিন প্রতিদিনের মতো শুক্রবার সকাল আটটার দিকে পুঞ্জির একটি টিলার ভিতরে পান জুমে পান সংগ্রহ করতে যান। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি। বিকাল চারটার দিকে স্থানীয় লোকজন টিলার তিনশত ফুট নিচে মোনালিসার রক্তাক্ত লাশ দেখে মোনালিসার পরিবারকে খবর দেন।

এ ঘটনা পুলিশকে জানালে পুলিশ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পুঞ্জির জনগণের ভাষ্যমতে, প্রতিদিন মোনালিসাসহ কয়েকজন তরুণী পান সংগ্রহ করতে জুমে যায়। কিন্তু ঘটনার দিন মোনালিসা একা জুমে গিয়েছিল। এটা পরিস্কার যে, দুর্বৃত্তরা তরুণীকে ধর্ষণ করতে না পেরে তাকে হত্যা করে।

৩১ জানুয়ারি মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টনুয়ায়ী গলায় পিছনে ও সামনে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় বড়লেখা থানায় অজ্ঞাতনামা কয়েকজনের নামে মামলা করা হয়েছে।

সর্বশেষ তথ্যনুযায়ী, এখন পর্যন্ত পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করতে পারলেও বাকিদের এখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি।

অন্যদিকে, মৌলিভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ঝিমাই খাসিয়াপুঞ্জি দখলের চেষ্টার প্রতিবাদে বক্তারা বলেন, আদিবাসীরা পাহাড়েই থাকেন। ভূমির মালিকানা তাঁদের ঐতিয্যগত অধিকার। খাসিয়ারা ঝিমাইপুঞ্জি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। এখানে মোট ৭২টি খাসিয়া আদিবাসী পরিবার। পান চাষ করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ চলে। সম্পতি বন বিভাগ ও চা-বাগানের লোকজন পান জুমে (পান চাষ এলাকা) ঢুকে কাটার জন্য বেশ কিছু গাছে চিহ্ন দিয়ে যান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানকার খাসিয়া আদিবাসীদের মধ্যে উচ্ছেদের আতঙ্ক বিরাজ করছে।

জানা গেছে, গত ২৮ জানুয়ারি চা-বাগানের লোকজন জুমে ঢুকে ৩০-৪০টি পানগাছের গোড়াও কেটে ফেলেন এবং তারা গাছ পাহাড়ার জন্য দুটি অস্থায়ী ঘর নির্মাণেরও চেষ্টা চালান। এতে খাসিয়া আদিবাসীরা বাধা দেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।

পুঞ্জির মন্ত্রী রানা সুরং'র সাথে কথা বলে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি ২০১৫) এক পুলিশ কর্মকর্তা তাকে থানায় ডেকে নিয়ে জুমে অস্থায়ী ঘর নির্মাণে বাধা না দিতে বলে অন্যথায় তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন। এ অবস্থায় স্থানীয় খাসিয়া আদিবাসীরা আতঙ্কে রয়েছে।

বিশেষ সূত্রে জানা যায়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছে। গাছগুলো প্রায় এক কোটি টাকায় শ্রীমঙ্গলের কাঠ ব্যবসায়ী মো: শাহনেওয়াজের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাপা ও স্থানীয় আদিবাসীরা এর প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে।

আরো জানা যায়, সাত আট দিন আগে বন বিভাগ ও চা বাগানের লোকজন জুমে ঢুকে গাছ কাটার জন্য চিহ্ন দিয়ে যায়।

বক্তারা আরো বলেন, গাছ কেটে পরিবেশ ধ্বংসের পরিকল্পনা চলছে, সঙ্গে আদিবাসী খাসিয়াদের উচ্ছেদেরও পরিকল্পনা চলছে।

আদিবাসী নির্যাতনের মূল কারণ ভূমি দখল
সংবাদ সম্মেলনে আদিবাসী পরিষদ ও কাপেং ফাউন্ডেশন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ও কাপেং ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়ন, মারপিট ও উচ্ছেদসহ সব ধরনের সহিংসতার পেছনে ভূমি দখলই প্রধান কারণ বলে মনে করেন ওই দুটি সংগঠন।

সংবাদ সম্মেলনে উত্তরবঙ্গসহ সারা দেশের আদিবাসীদের ওপর সহিংসতা বন্ধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও আদিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আদিবাসীদের ওপর সহিংসতার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও ভূমি কমিশন গঠনের পাশাপাশি সহিংসতা বন্ধে ছয় দফা দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন। তিনি বলেন, সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ২০০৮ ও ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি কোনো আলোচনাও করেনি। এ কারণে ভূমি কেন্দ্রিক সমস্যাগুলো দিন দিন আরো জটিল হয়ে পড়ছে। আদিবাসীদের ওপর সহিংসতাও বাড়ছে।

লিখিত বক্তব্যে সাম্প্রতিক সময়ে উত্তরাঞ্চলে আদিবাসীদের ওপর বেশ কিছু নির্যাতন ও নিপীড়নের ঘটনা তুলে ধরা হয়। এতে দাবি করা হয়, সাম্প্রতিক সময় উত্তরবঙ্গের আদিবাসীসহ সারাদেশের আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা, ও ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটছে। রাষ্ট্রের বিমাতাসুলভ আচরণ, নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়া, জাতিগত বৈষম্যের শিকার হওয়াসহ নানা কারণে আদিবাসীরা বাংলাদেশে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

বর্তমান ও অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর চরম বিচারহীনতার সংস্কৃতি আদিবাসীদের আরো প্রান্তিক ও নিঃস্ব করে দিয়েছে। রাজশাহীর গোদাগাড়ী অঞ্চলে আদিবাসীরা দিন দিন দেশান্তরিত হওয়ার পথে ঝুঁকছে। ইতোমধ্যে অনেক আদিবাসী দেশ ত্যাগও করেছে। লিখিত বক্তব্যে আরো দাবি করা হয়, গত বছর প্রায় ৩০০ পরিবার দেশান্তরিত হয়েছে।

এরপর আরো বক্তব্য রাখেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য আনিসুর রহমান মল্লিক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং প্রমুখ।

সমতলে আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠনের দাবি

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রাজধানীতে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনে আয়োজিত 'সমতল আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা: উত্তরণের পথ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করেন গবেষণা ও উন্নয়ন কালেক্টিভ (আরডিসি)। সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, সমতল আদিবাসীদের ভূমি রক্ষায় আলাদা ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে। ভূমি দস্যুরা আদিবাসীদের জমি দখল করে তাদের অস্তিত্ব সংকটে ফেলেছে। এখন তাদের অনেকেরই বাসযোগ্য জমিও নেই।

সিসিডিবির নির্বাহী পরিচালক জয়ন্ত অধিকারীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ, আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের আহ্বায়ক ফজলে হোসেন বাদশা, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক সচিব আবু সালেহ এস কে মো. জহিরুল হক, আদিবাসী সংসদীয় ককাসের টেকনোক্র্যাট সদস্য অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, গবেষক অধ্যাপক স্বপন আদনান, ক্রিষ্টিয়ান এইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর সাকেব নবী, আরডিসির ট্রাস্টি আবু নাসের, সাধারণ সম্পাদক জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, ভিক্টর লকড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদিবাসী একাডেমির সভাপতি বিধান চন্দ্র সিং প্রমুখ।

ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ বলেন, আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য তাদের শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণে যা করার দরকার তাই করা হবে। ভূমি কমিশন গঠনের বিষয়ে তিনি সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দেন।

আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের আহবায়ক ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, অফিসগুলোতে আদিবাসীদের ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি রাখতে হবে। যাতে আদিবাসীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। আবু সালেহ এস কে মো. জহিরুল হক বলেন, যারা আদিবাসীদের ভূমি দখল করে তাদের কোনো দলীয় পরিচয় থাকতে পারে না।

আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৪ প্রকাশ
বিগত সময়ের চেয়ে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে রাজধানীতে দ্য ডেইলি স্টার ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৪' এ এসব তথ্য প্রকাশ এবং এর ওপর লিখিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অক্সফামের সহযোগিতায় কাপেং ফাউন্ডেশন প্রতি বছর আদিবাসীদের মানবাধিকার বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এখানে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য, নিজস্ব নেটওয়ার্ক ও সরেজমিন তদন্তের মাধ্যমে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালে সমতল ও পাহাড়-সবখানেই আদিবাসীদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর ক্ষেত্রে সরকারি বাহিনী ও সরকারি দলের লোকজনও জড়িত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের ওপর সাতটি সাম্প্রদায়িক হামলা হয়। ভূমিদস্যু ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সেটেলার বাঙালিরা আদিবাসীদের বাড়িঘর তছনছ ও সম্পত্তি লুট করে। হত্যা করে সাত নারীসহ মোট ১৫ আদিবাসীকে। শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে অন্তত ১২৬ আদিবাসী। আদিবাসীদের মানবাধিকার সংগঠন কাপেং ফাউন্ডেশন ২০০৭ সাল থেকে আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আসছে।

জানা গেছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৫৪টির বেশি আদিবাসী ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে

দেওয়া হয়। আতঙ্কে বান্দরবানের ১৫০টি পরিবারের প্রায় ৫০০ মানুষ মিয়ানমার চলে গেছেন। আর সমতলের ৬০টি পরিবারের ৩০০ ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছেন ভারতে। ধর্মীয় উপাসনালয়ে আক্রমণ ও আদিবাসী শিশুদের ধর্মান্তরিত করার ঘটনাও ঘটেছে।

কাপেং ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা মানিক সরেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০১৪ সালে সমতলের ১০২টি আদিবাসী পরিবার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। পাহাড় ও সমতল মিলে উচ্ছেদের হুমকিতে রয়েছে ৮৮৬টি পরিবার। একই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ৩ হাজার ৯১১ একর জমি সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিরা অধিগ্রহণ করেছে। আরও প্রায় সাড়ে ৮৪ হাজার ৬৪৭ একর জমি জবরদখল ও অধিগ্রহণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, নাটোরের সিংড়ায় চৌগ্রাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের এক নেতা ওঁরাও সম্প্রদায়ের ওপর হামলায় জড়িত। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের একজন নেতা ও একজন সাংসদের বিরুদ্ধে বান্দরবানে আদিবাসীদের ভূমি দখলের অভিযোগ রয়েছে।

আদিবাসী নারী ও শিশুদের বিষয়ে বলা হয়, ২০১৪ সালে ১২২জন আদিবাসী নারী ও শিশু যৌন এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ২০১৩ সালে সহিংসতার শিকার হয়েছিলেন ৬৭ জন। গত বছর সব মিলিয়ে ধর্ষণের শিকার হন ২১ জন।

ইতিবাচক দিক হিসেবে বলা হয়, ২০১৪ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পার্বত্য তিন জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আদিবাসীদের মাতৃভাষা নিয়ে সরকার জরিপ শুরু করেছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, সরকার বলছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু আদতে বাস্তবায়িত হয়েছে ২৫টি। যেসব ধারা বাস্তবায়িত হয়নি, সেগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো বাস্তবায়িত না হলে আদিবাসীরা সুফল পাবেন না। তিনি বলেন, এখনো আদিবাসীদের ওপর নির্যাতনের বিচার হয় না। এমনকি আদিবাসীদের হয়ে কথা বললে হামলার শিকার হতে হয় এবং এর বিচার পাওয়া যায় না। আসলে আদিবাসীদের লড়াই হচ্ছে এ দেশের সব অধিকারহীন ও নিপীড়িত মানুষের লড়াই। এতে সবাইকেই শামিল হতে হবে।

আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সদস্য হাজেরা সুলতানা বলেন, সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের নামে চটকদার অনেক কিছু করছে। কিন্তু এগুলো আদিবাসীদের লাভের বদলে তাঁদের অধিকার হরণ হচ্ছে।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেশ নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও সহিংসতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসীদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে, রাষ্ট্রের উচিত এগুলো ইতিবাচকভাবে নিয়ে আদিবাসীদের মানবাধিকার রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া।

কাপেং ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, ২০১৫ সালেও যে হিসাব আসছে, সেটাও বেশ উদ্বেগজনক। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাপেং ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারপারসন চৈতালী ত্রিপুরা, আদিবাসী সংগঠক দীপায়ন খীসা প্রমুখ।

সারাদেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত

গত ৮ মার্চ সারা দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। ইনডিজিনাস পিপলস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস আইপিডিএস দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীসহ মধুপুর, হালুয়াঘাট ও কুলাউড়ায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের সরকারি প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী, নারী সংগঠন ও নারী নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এসময় বক্তাগণ, নারীদের অধিকারের জন্য সরকার তথা সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ঢাকায় দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আইপিডিএস বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে।

বাজেটে আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ দাবিতে রাজশাহীতে মানববন্ধন

আসন্ন জাতীয় বাজেটে সমতলের আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পৃথক বরাদ্দ রাখার দাবিতে রাজশাহীতে মানববন্ধন করেছে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ। বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরীর সাহেব বাজার জিরোপয়েন্টে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, জেলা কমিটির সভাপতি বিমল চন্দ্র রাজোয়ার, সাধারণ সম্পাদক সুসেন কুমার শ্যামদুয়ার, পরিষদের দফদর সম্পাদক সুভাষ চন্দ্র হেমব্রমসহ উপস্থিত ছিলেন।

নাহার পুঞ্জিতে চা কর্তৃপক্ষের হামলা

জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে ৩০ মে রোজ শুক্রবার দুপুরে নাহার চা-বাগানের শ্রমিকেরা নাহারপুঞ্জিতে হামলা করেন। চা শ্রমিক ও আদিবাসী খাসিয়াদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ২৫ জন আহত হন।

নাহারপুঞ্জিতে ৩৪টি আদিবাসী খাসিয়া পরিবারের বাস। এখানকার আদিবাসীরা অভিযোগ করেন, নাহার চা-বাগানের ভেতরের রাস্তা দিয়ে নাহারপুঞ্জির আদিবাসীরা আসা যাওয়া করেন। সংঘর্ষের পর থেকে চা-বাগানের রাস্তা দিয়ে পুঞ্জিতে আসা যাওয়া করতে লোকজনকে বাধা দিচ্ছেন চা শ্রমিকেরা।

নাহারপুঞ্জির সহকারী ডিবারমিন মন্ত্রী পতাম বলেন, চা-বাগানের রাস্তা দিয়ে পুঞ্জির শ্রমিক, ফেরিওয়ালা, এমনকি অতিথিদের আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। পান নিয়ে বাইরে যাওয়া যাচ্ছে না। পানে পচন ধরেছে। আতঙ্কে দিন কাটছে।

আদিবাসী নেতারা নাহারপুঞ্জি পরিদর্শন করেছেন। পুঞ্জিতে উপস্থিত আন্তঃপুঞ্জি উন্নয়ন সংগঠন কুবরাজের সাধারণ সম্পাদক ও আদিবাসী নেত্রী ফ্লোরা বাবলী তালাং বলেন, পুঞ্জির লোকজন আতঙ্কে আছে। পান তোলা ও বেচাকেনা বন্ধ। চা-বাগানের ভেতরের রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা যাচ্ছে না। তবে স্থানীয় প্রশাসন পুঞ্জির লোকদের আতঙ্কিত না হতে আশ্বস্ত করেছে।

নাহারপুঞ্জিতে হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামসহ পরিবেশ ও অধিকারভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন এ মানববন্ধনের আয়োজন করে। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, হামলার পর নাহার খাসিয়াপুঞ্জিতেও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। খাসিয়াদের একমাত্র জীবিকা পান উত্তোলন ও বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে।

বক্তারা আদিবাসীদের ওপর হামলা ও সব উচ্ছেদের চেষ্টা নির্মূল এবং ভূমিদস্যু ও হামলাকারীদের কঠিন শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান। শ্রীমঙ্গলের ১ নং নাহার পুঞ্জির খাসিয়া আদিবাসীদের জীবনকে স্থবির করে দেওয়া হয়েছে। যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসা খাসিয়া আদিবাসীদের স্বাধীনভাবে পুঞ্জিতে বসবাসের অধিকার ও নিরাপত্তা দাবি করেন।

মানববন্ধনের সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, খাসিয়া নেত্রী হেলেনা তালাং, রাষ্ট্রের এমদাদ হোসেন, এএলআরডির রফিক আহমেদ সিরাজী, কাপেং ফাউন্ডেশনের হিরন মিত্র চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা প্রমুখ।

সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশনের দাবি

'সমতল আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন চাই' এ দাবি জোরালোভাবে উত্থাপন করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের আদিবাসী নেতারা। সিলেট বিভাগের আদিবাসী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে গতকাল সোমবার 'সমতল আদিবাসীদের ভূমির অধিকার' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় এ মতামত ব্যক্ত করেন বক্তারা।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও পাত্র সম্প্রদায় কল্যাণ পরিষদ (পাসকপ) আয়োজিত এ সভায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং সহ সিলেট বিভাগীয় পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। নগরের একটি রেঁস্তোরার সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সিলেট বিভাগের চার জেলায় বসবাসরত আদিবাসীদের অঞ্চলভিত্তিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে প্রধান সমস্যা ভূমি। তাই এ নিয়ে সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের দাবি আরও জোরালোভাবে উত্থাপনে একমত হন সবাই।

পাসকপের নির্বাহী পরিচালক গৌরাঙ্গ পাত্রের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কুবরাজ আন্তঃপুঞ্জি উন্নয়ন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ফ্লোরা বাবলী তালাং। প্যানেল আলোচক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) জাতীয় কমিটির সদস্য ফাদার যোসেফ গোমেজ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম সিলেট শাখার সাধারণ সম্পাদক বনিফাস খংলা, খাসি ওয়েলফার অ্যাসোসিয়েশন সিলেটের সভাপতি এন্ড্রু সলোমার।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও প্যানেল আলোচকদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসী নেতা সঞ্জীব দ্রং বলেন, 'দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমাদের মনে হয়েছে প্রশাসনিক লোকজন আদিবাসীদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুধাবন করতে পারেন না। আদিবাসীদের বন, সম্পদ, ঐতিহ্যগত প্রথা সংরক্ষণ করতে ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা দরকার। যে বৈষম্য আছে তা দূর করা দরকার। এই দরকারি কাজগুলো করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন। এটি ছাড়া কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। তাই আমরা এখন উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এ দাবিতে সোচ্চার।'

বিকেলে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি পর্ব পরিচালনা করেন সঞ্জীব দ্রং। আদিবাসীদের অধিকার আদায়ে শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে সঞ্জীব দ্রং সকল আদিবাসীদের সমস্যার সমাধানে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদী হওয়ার পরামর্শ দেন।

চলন্ত মাইক্রোবাসে গারো তরুণীকে গণধর্ষণ

গত ২১ মে বৃহস্পতিবার রাতে কর্মক্ষেত্র থেকে ঘরে ফেরার পথে বাসের জন্য একটি সিএনজি স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক গারো তরুণী। ওই সময় ছাই রঙের মাইক্রোবাস তাঁর সামনে এসে থামে। মাইক্রোবাস থেকে দুই যুবক নেমে এসে অস্ত্র দেখিয়ে মুখ চেপে ধরে তাঁকে গাড়িতে তুলে নেয়। গাড়িতে তুলেই তার মুখ ও হাত পা বেধে ফেলে দুর্বৃত্তরা। এরপর গাড়িটি বিভিন্ন সড়কে ঘুরতে থাকে। গাড়ির চালকসহ পাঁচজন তাঁকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের সময়ও তাঁকে ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে রাখা হয়। রাত পৌনে ১১টার দিকে উত্তরার জসীম উদ্দীন সড়কে তাকে নামিয়ে দিয়ে মাইক্রোবাসটি পালিয়ে যায়। ঘটনার শিকার তরুণী যমুনা ফিউচার পার্কে একটি পোশাকের দোকানে কাজ করেন। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে ধর্ষণের অভিযোগে গতকাল শুক্রবার তিনি ভাটারা থানা মামলা করেন। নারী লাঞ্ছনা ও যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যখন বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে, সেই সময়েই চলন্ত মাইক্রোবাসে ধর্ষণের শিকার হলেন এই তরুণী।

মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ: ২৩ মে শনিবার একাধিক সংগঠন মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে, নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেকেই। 'ঢাকার রাস্তায় নারী ধর্ষণের প্রতিবাদে' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে মানববন্ধন ও আলোক প্রজ্জ্বলন করেছে যৌন নিপীড়ন বিরোধী নির্দলীয় ছাত্রজোট। এতে সংহতি জানায় গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন। এই সংগঠনের ব্যানারে প্রশ্ন রাখা হয়, 'আর কত নারীর সম্ভ্রম দিলে রাষ্ট্র তুমি জাগবে?'।

এরপর ঐ দিনই জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্র। সমাবেশে বিভিন্ন সংগঠনের বক্তারা বক্তব্য দেন। তারা বলেন,

ঘরে-বাইরে সর্বত্রই নারী নিরাপত্তাহীন। নির্যাতনের ধরনগুলো মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়।

ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম, সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আশু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) বলেছে, রাষ্ট্রের উসকানি ও মদদে ধর্ষকেরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সংগঠনের সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবু জাফর আহমেদের যৌথ এক বিবৃতিতে বলা হয়, পুলিশপ্রধান যৌথ নিপীড়নকে দুষ্টুমি বলে চিহ্নিত করে ধর্ষক-যৌন নিপীড়কদের উসকে দিয়েছেন।

ধর্ষণের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ, থানা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির নিন্দা ও বিচারের দাবি জানিয়েছে নারীপক্ষ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও নারী সংহতি।

মানববন্ধনে মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছাড়াও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ এ ঘটনার প্রতিবাদ জানান। এ সময় তাঁরা 'হে রাষ্ট্র নারীর নিরাপত্তা কোথায়?' ধর্ষণকারীদের ফাসি চাই', নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত কর' ইত্যাদি লেখা সংবলিত প্ল্যাকার্ড বহন করেন। মানববন্ধন শেষে সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বেলে তারা শহীদ মিনারে যান।

প্রতিবাদ সমাবেশ: শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে গত ২৪ মে রোববার বিকেলে আয়োজিত এ প্রতিবাদ সমাবেশে বিভিন্ন আদিবাসী ও সামাজিক সংগঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন। ৩০টি আদিবাসী ও সামাজিক সংগঠন এ সমাবেশের আয়োজক ছিল। তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ বিভিন্ন সংগঠন। শাহবাগে সমাবেশে শুরুর নির্ধারিত সময়ের আগেই অংশগ্রহণকারীরা ব্যানার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে জড়ো হতে শুরু করেন। তাদের হাতে 'নারীকে মানুষ হিসেবে দেখুন, সম্মান করুন', 'রাজপথে নারী ধর্ষিত কেন', নারীর ওপর নিপীড়ন রুখে দাড়াও', নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে' ইত্যাদি নানা স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। সাদা কাগজের ওপর লাল কালিতে লেখা এসব স্লোগানে স্লোগানে তারা প্রতিবাদ জানান।

বর্তমানে দেশের নারীরা কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্র কোথাও নিরাপদ নয় বলে মন্তব্য করেন আইন ও সালিস কেন্দ্রের (আসক) নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি নারীর নিরাপত্তা বিধান করতে না পারে, তবে সেটার জবাবদিহি করতে হবে। সরকার নিজেকে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বলে প্রমাণ করতে চাইলে অনতিবিলম্বে ধর্ষণে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

ক্ষণে ক্ষণে সমাবেশ থেকে স্লোগান উঠছিল 'আমার বোন ধর্ষিত কেন, প্রশাসন জবাব চাই', ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে সবখানে'। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারী-পুরুষ সবাই সোচ্চার সমাবেশে নারী-পুরুষের প্রায় সমান উপস্থিতি যেন সে কথাই জানান দিচ্ছিল।

বিচারহীনতার কারনে ধর্ষণ নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ। তিনি বলেন, দেশের সর্বত্র ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারের মাস্তান বাহিনী যা ইচ্ছা তা করার লাইসেন্স পেয়েছে বলেই ব্যাপক হারে নারী নির্যাতন হচ্ছে বলে মনে করেন গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। বর্ষবরণে নারী নিপীড়নের ঘটনাকে পুলিশের মহাপরিদর্শকের কয়েকটি ছেলের দুষ্টুমি বলাকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'দুষ্টুমির উৎসব চলছে সারা দেশে। দুষ্টুমির লাইসেন্স পেয়ে মাস্তানেরা দুষ্টুমিতে মেতে উঠেছে।'

সমাবেশে বক্তারা আরও বলেন, দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে। সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার হচ্ছে না। রাষ্ট্র নারীর নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। ধর্ষণের শিকার নারী মামলা করতে তিনটি থানায় গেলেও তারা মামলা নেয়নি। ওই থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিচারের মুখোমুখি করা উচিত। বক্তারা ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং। তিনি বলেন, 'ধর্ষণের শিকার তরুণীটি আতঙ্কগ্রস্ত এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তার নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌসের সঞ্চালনায় সমাবেশে রাখী দাস পুরকায়স্থ, হাজেরা সুলতানা, রুহিন হোসেন প্রিন্স, নির্মল রোজারিও, খুশী কবির, কাজল দেবনাথ, আবদুল্লাহ আল কাফি, থিওফিল নকরেক প্রমুখ বক্তব্য দেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে ৩০ মে সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ধর্ষণবিরোধী প্রতিবাদ সমাবেশ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সমাবেশে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস, আইন ও সালিস কেন্দ্র, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, এএলআরডি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারীপক্ষ, কারিতাস, নিজেরা করি, কাপেং ফাউন্ডেশন, উদীচী, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়ন, বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠন, গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, এবং আরও অনন্ত ২০টি আদিবাসী ও সামাজিক সংগঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সংহতি জানান।

বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা ও উদ্বেগ: নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ ও হামলার ঘটনা বৃদ্ধি এবং এ ধরনের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয়তায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামুকা)। এ ছাড়া আদিবাসী তরুণী ধর্ষণের ঘটনায় বাংলাদেশ যুব মৈত্রী, শ্রমজীবী নারী মৈত্রী, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন নিন্দা জানিয়েছে।

ধর্ষণকারী দুজনকে গ্রেপ্তার: সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার মুফতি মাহমুদ খান বলেন, আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণের ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে পটুয়াখালীর কলাপাড়া থেকে তুষারকে ও তার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে গতকাল ভোরে রাজধানীর গুলশান থেকে লাভলুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বনানী থেকে মাইক্রোবাসটি জব্দ করা হয়।

তুষার সাংবাদিকদের জানান, ১৬ মে তিনি বায়িং হাউসের দুই বিদেশি কর্মকর্তাকে নিয়ে যমুনা ফিউচার পার্কে যান। সেখানে মেয়েটির কর্মস্থল দোকানটি থেকে দুই বিদেশি কিছু কেনাকাটা করেন। সেখানেই মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা ও কথা হয়। মেয়েটি জানতে চান, ওই দুই বিদেশি বাংলাদেশে কী করেন। তিনি জানান, তিনি যে বায়িং হাউসে চাকরি করেন, এরা সেই বায়িং হাউসের কর্মকর্তা। এরপর মেয়েটি বায়িং হাউসে চাকরির সুযোগ, চাকরির যোগ্যতা সম্পর্কে তার কাছে জানতে চান। তিনি মেয়েটিকে চাকরির আশ্বাস দেন এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলেন। তাদের মধ্যে মুঠোফোন নম্বর বিনিময় হয়।

তুষারের দাবি, ২১ মে মেয়েটি জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবেন বলে ঠিক হয়। তিনি জানান, ২১ মে রাত নয়টার দিকে তিনি যে মাইক্রোবাস চালান, সেটিতে লাভলুকে নিয়ে যমুনা ফিউচার পার্কের উল্টো দিকে যান। রাত সাড়ে নয়টার দিকে মেয়েটি আসেন। জীবনবৃত্তান্ত তার হাতে দেন। মেয়েটি জানান, তিনি উত্তরায় থাকেন। তুষার তাকে মাইক্রোবাসে করে পৌঁছে দিতে চাইলে মেয়েটি মাইক্রোবাসের দ্বিতীয় সারির আসনে বসেন, তিনিও সেখানে বসেন। লাভলু গাড়িটি উড়াল সড়কের দিকে চালাতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর তুষার চলন্ত মাইক্রোবাসে মেয়েটিকে ধর্ষণ করেন। গাড়িটি কুড়িল উড়াল সড়কে চক্কর দিতে থাকে। পরে তুষার গাড়ির চালকের আসনে বসলে লাভলুও মেয়েটিকে উত্তরায় নামিয়ে দেন।

র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জিয়াউল আহসান বলেন, ওই দুজনকে মেয়েটি শনাক্ত করেছেন। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রংও প্রথম আলোকে জানান, মেয়েটির সঙ্গে তার কথা হয়েছে। গ্রেপ্তার দুজনের ছবি মেয়েটি দেখেছেন। ওই দুজনকে তিনি শনাক্ত করেছেন।

ভাটারা থানার ওসি নুরুল মোত্তাকিন বলেন, তুষার ও লাভলুকে রাতে থানায় হস্তান্তর করেছে র‍্যাব। মামলাটি তদন্ত করছে ভাটারা থানার পুলিশ।

আদিবাসীদের জন্য বাজেটে পৃথক বরাদ্দের দাবি

আদিবাসীদের উন্নয়নে জাতীয় বাজেটে তাদের জন্য পৃথক বরাদ্দ দরকার। সমতলের আদিবাসীদের জন্য আলাদা আদিবাসী মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে। যত দিন আলাদা মন্ত্রণালয় না হবে, ততদিন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করে। এর মাধ্যমে তাদের বাজেটের অর্থ খরচের ব্যবস্থা করতে হবে।

গত ২৩ মে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়ার আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আদিবাসীবান্ধব বাজেট বিষয়ে এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। অ্যাকশনএইডের সহযোগিতায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এই আলোচনার আয়োজন করে। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্কৃতিকর্মী সঞ্জীব দ্রং। তিনি বলেন, আদিবাসীদের সত্যিই উন্নয়নের ধারায় আনতে হলে জাতীয় বাজেটে পৃথকভাবে যথেষ্ট বরাদ্দ প্রয়োজন। বিগত ২০১০ থেকে ২০১৩ সালের জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় আদিবাসীদের জন্য একটি ছোট কিন্তু পৃথক অনুচ্ছেদ থাকলেও গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় তাঁদের জন্য মাত্র একটি লাইনই বরাদ্দ ছিল।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন আদিবাসীদের দাবি মেনে নেওয়ার বিষয়ে আশ্বাস দেন।

আদিবাসী নেতা রবীন্দ্রনাথ সরেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, আইন বিভাগের অধ্যাপক রহমত উল্লাহ, আদিবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে সৌভাগ্য চাকমা, চৈতালী ত্রিপুরা ও পল্লব চাকমা বক্তব্য দেন।

আদিবাসীদের জন্য স্বতন্ত্র বাজেট দাবিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ৫ জুন শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে বাংলাদেশ আদিবাসী ইউনিয়ন আয়োজিত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেটে আদিবাসীদের জন্য স্বতন্ত্র বাজেট ঘোষণার দাবি জানান আদিবাসী নেতারা। সমাবেশে বক্তারা সরকারের কাছে নিজেদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা ও চাকরিতে আদিবাসীদের জন্যে কোটা বাড়ানোর দাবি জানান। এসময় একটি পৃথক আদিবাসী মন্ত্রণালয় গঠনেরও দাবি জানান আদিবাসী নেতারা। সমাবেশে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমএম আকাশ, আদিবাসী ইউনিয়নের সভাপতি সবেন্দ্র হাজং প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের আদিবাসীরা অনেক সংগ্রাম করেছে, রক্ত দিয়েছে। কিন্তু আজও তারা কোনো অধিকার পায়নি। তাই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাদের আবার সংগ্রাম করা ছাড়া পথ নেই। এ বাজেটে শিশুদের জন্য বাজেট আছে কিন্তু আদিবাসীদের জন্য কোনো বাজেট নেই। অধিকার নিশ্চিত করতে আদিবাসীদের জন্য স্বতন্ত্র বাজেট পাস করতে হবে।

পাল্লাতল পুঞ্জির খাসি, গারো আদিবাসীদের বসতি হারানোর আশঙ্কা

পান জুম এলাকা ভারতে চলে যাবে এমন উদ্বেগ খাসিয়া ও গারোদের

পাল্লাতল এলাকাটি বাংলাদেশ ও ভারতের আসাম রাজ্য সীমান্তবর্তী একটি আদিবাসী জনপদ। খাসি জাতিগোষ্ঠীর পাশাপাশি গারো আদিবাসী এই পুঞ্জিতে বসবাস করে। লুকাশ বাহাদুর পুঞ্জির হেডম্যান। তিনি ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য। স্থল সীমান্ত চুক্তি বিল পাশ হওয়ায় মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখার পাল্লাতল সীমান্তে বাংলাদেশীয় অপদখলীয় অংশের খাসি গারো আদিবাসীরা বসতি হারানো আশঙ্কায় আছে। তারা মনে করেন এটা বাংলাদেশের জায়গা, বাংলাদেশেই থাকুক। পান জুম ভারতে চলে গেলে জীবিকা বন্ধ হয়ে যাওয়াই পাল্লাতলবাসীকে তাদের বসতি গুটাতে হবে। ভারতের রাজ্যসভা ও লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি পাশ হওয়ায় তাদের পান জুম জীবিকার একমাত্র অবলম্বন বাংলাদেশে থাকবে কিনা, তা নিয়ে পুঞ্জিবাসী উদ্বিগ্ন। কারণ পান জুম এলাকাটি অপদখলীয় জায়গা। 'স্থানীয় আদিবাসী, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ সুত্রে জানা গেছে, পাল্লাতল সীমান্তের ১৩৭০ নম্বর প্রধান খুঁটি থেকে ১৩৭৪ খুটি পর্যন্ত প্রায় ৩৬০ একর জায়গা বাংলাদেশের অপদখলে রয়েছে। এখানেই বাংলাদেশী খাসি/ খাসিয়া ও গারোদের পান জুম। এর পাশে খাসি ও গারো সম্প্রদায়ের প্রায় তিন হাজার মানুষের বাস। বসতিগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। এগুলো শাহবাজপুর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত।' (সূত্র: প্রথম আলো সোমবার, ১ জুন ২০১৫) ইন্ডিজিনাস পিপলস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (আইপিডিএস)-এর অরিজেন খংলা, সুহৃদ মানখিন ও তৃষ্ণা রিছিল প্রকৃত অবস্থান জানতে পুঞ্জি পরিদর্শন করে। একইদিন ফা: যোসেফ গমেজ ওএমআই, প্রত্যুশ আশাক্রা, আদিবাসী নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পুঞ্জির প্রতিনিধিদের নিয়ে পাল্লাতল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভা হয়। এই প্রতিনিধিকে পুঞ্জিবাসী বলেন, তারা বাংলাদেশের নাগরিক। ভারতে যাওয়ার তাদের কোন ইচ্ছা নেই। এ নিয়ে পাল্লাতলের চা শ্রমিক ও আদিবাসীরা চিন্তায় পড়েছে। এত মানুষ কোথায় যাবে, কি করে খাব। জানি না ভাগ্যে কি আছে। প্রয়োজনে তারা শান্তিপূর্ণ বসবাসে কোন ধরনের দখল তৎপরতা এলে সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। পরিদর্শন কালে আইপিডিএস প্রতিনিধিকে পাল্লাতল, কুমারশাইল ও বাতামোড়ল পুঞ্জির হেডম্যানগণ প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র দিয়ে সহযোগিতা করে। প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে আবেদন করা হয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৬০ বছর পূর্তি উদযাপিত

ভূমির অধিকার ও আইনগত মালিকানা নিশ্চিত করার দাবিতে মঙ্গলবার দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ১৬০তম সাঁওতাল বিদ্রোহ বার্ষিকী পালিত হয়। ১৬০ বছর আগে ১৮৫৫-৫৬ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ভগনাডিহি গ্রামে বীর সিধু-কানুর নেতৃত্বে এ বিদ্রোহ হয়েছিল। ইতিহাসে যা সাঁওতালি 'হুল' বা সাঁওতাল বিদ্রোহ নামে পরিচিত। শাসন ব্যবস্থার ভিত শক্ত করতেই ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী অন্যায়, শোষণ ও নিপীড়নের পথ বেছে নিয়েছিল, তাদের আক্রমণ থেকে আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীও বাদ যায়নি।

সেদিনের সাঁওতালি হুল ছিল ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী ও তাদের দালাল জমিদার শ্রেণি, সুদখোর মহাজন, নিপীড়ক প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রথম শক্তিশালী সশস্ত্র প্রতিবাদ। সিপাহি বিদ্রোহের কিছুদিন আগেই এটি সংঘটিত হয়। সাঁওতালি রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবিতে সেদিন গর্জে উঠেছিল। সিধু-কানুর গ্রাম ভগনাডিহিতে ২০-২৫ হাজার সমবেত সাঁওতালি প্রকাশ্য সমাবেশে এ বিদ্রোহের ঘোষণা দেয়। বিদ্রোহ দাবানরের মতো ছড়িয়ে পড়ে। নিম্নবর্গের হিন্দু, ডোম, তেলীসহ অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষেরাও শোষণ থেকে মুক্তির আশায় এ বিদ্রোহে অংশ নেয়। ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতালি 'হুল' ইংরেজ শাসনের শক্ত ভিত্তিমূলে আঘাত হানে।

ইংরেজ নীলকুঠিতে ও জমিদারদের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইংরেজ বাহিনীর আধুনিক মারণাস্ত্রের সামনে সাঁওতালি তির-ধনুক, বর্শা, টাঙ্গি বেশি দিন টিকতে পারেনি। বিদ্রোহের নেতা সিধু-কানু গ্রেপ্তার হলে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাদের মনোবল ভেঙে পড়ে। ইংরেজদের নথি থেকে জানান যায়, সেদিন বিদ্রোহ দমনের নামে বহু গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। হাজার হাজার সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়। বিদ্রোহের মহান নেতা সিধু-কানুকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। একই সঙ্গে

এ বিদ্রোহে অংশ নেওয়া হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়, এটা গণহত্যার শামিল। সেদিনের সাঁওতাল বিদ্রোহের রক্তাক্ত পথ ধরে মুন্ডা বিদ্রোহ, তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ, টংক আন্দোলন, তেভাগা ও পরবর্তীকালের ভারতের নকশালবাড়ি আন্দোলনসহ আরও অনেক আন্দোলন হয়েছে। সে কারণে মহাশ্বেতা দেবীর সেই উক্তি যেন এখনো সত্য 'আদিবাসীরা আজও যেখানে হকের লড়াই লড়ছে, সে লড়াই সিধু-কানু ও বিরসা মুন্ডাদের ফেলে যাওয়া লড়াই। শালবনে ফুল ফোটার যেমন শেষ নেই, আদিবাসীদের লড়াই সংগ্রামের তেমন শেষ নেই।'

দেশজুড়ে এখনও আদিবাসী জীবনে জুলুম আর যন্ত্রণার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সাঁওতালসহ এদেশের প্রান্তিক মেহনতি মানুষের চূড়ান্ত মুক্তি আসেনি। আজও আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং মাতৃভাষার অধিকার নিশ্চিত হয়নি। নিশ্চিত হয়নি ভূমি-বন-পরিবেশ-প্রাণসম্পদের নিজস্ব প্রথাগত জীবনের সার্বভৌম অধিকার। আজও আদিবাসীদের প্রশ্নহীন মৃত্যু আর উদ্বস্তুকরণ প্রক্রিয়া থামেনি। কেবল 'প্রভাবশালী ব্যক্তি' রাষ্ট্র ও এজেন্সি নয়; বিদ্যমান গণমাধ্যমও আদিবাসীদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের খবর প্রচার ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ও বর্ণবাদী মনস্তত্ত্ব জিইয়ে রাখছে। সব আদিবাসীর ক্ষেত্রে, সব অঞ্চলের সব ঘটনার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমে সমগুরুত্ব ও সমদৃষ্টিভঙ্গিতে খবর পরিবেশিত হয়না। সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৬০ বছরে আমরা স্মরণ করছি এই প্রজন্মের শহীদ দুই শিশু ও তরুণের স্মৃতি। মিঠুন খারকো ও হাফিজুল। মুসলিম পুরুষ দখলদারদের গুলিতে ২০১৫ সালের ২২জুন নওগাঁর পত্নীতলার আকবরপুরে জন্মমাটিতে খুন হয় এরা। ১৮৫৫ সালে ৬ সাঁওতাল বোন-ভাইদের কাছ থেকে বিদ্রোহের ডাক এসেছিল। সেই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল বাঙালিসহ নানা জাতির শোষিত মানুষ। আজ ১৬০ বছর পরও দেখা যাচ্ছে নিম্নবর্গের সেই ঐক্য বদলায়নি। আদিবাসীদের রক্ত একসঙ্গে মিশে যায় একই যন্ত্রণার আহাজারি নিয়ে। নতুন প্রজন্মের শহীদদের রক্ত ছুঁয়ে সরকার প্রমাণ করুক-এই রাষ্ট্র সবার রাষ্ট্র। প্রতিষ্ঠিত করুক ন্যায্যতার ব্যাকরণ।

দিনাজপুর: যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে মুক্তিকামী বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পাকিস্তানীদের দোসর হয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছিল, তারাই স্বাধীন বাংলাদেশের সকল সুযোগ-সুবিধাসহ নাগরিক অধিকার ভোগ করছে। অথচ মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানকারী ও অংশগ্রহণকারী আদিবাসীরা অত্যাচার নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন এবং ভূমি গ্রাসের কবলে পড়ে স্বাধীন বাংলাদেশে নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রকে এই বৈষম্য দূর করে আদিবাসীদের সকল অধিকার রক্ষায় যত্নবান ও সজাগ হতে হবে। মঙ্গলবার সকালে দিনাজপুর ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ আয়োজিত গণসমাবেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান এ কথা বলেন।

আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, হেক্স বাংলাদেশের প্রতিনিধি অনিক আসাদ, আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি মির্জা আনোয়ারুল ইসলাম তানু, আদিবাসী নারী পরিষদের বাসন্তী মুরমু,

আদিবাসী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিভুতি ভূষণ মাহাতো, জেলা মহিলা পরিষদের সভাপতি কানিজ রহমান এবং আদিবাসী যুব পরিষদের সভাপতি হরেন্দ্রনাথ সিং।

সিরাজগঞ্জ: ৩০ জুন সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস উপলক্ষে আদিবাসী অধ্যুষিত তাড়াশে মঙ্গলবার আদিবাসী ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠী যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করেছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে সকালে গুল্টা কাথলিক মিশন থেকে কারিতাস শিশু শিক্ষা আলো ঘরের ছাত্রছাত্রী তীর ধনুক নিয়ে র‍্যালি বের করে। উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল হক প্রধান অতিথি থেকে র‍্যালি উদ্বোধন করেন। র‍্যালি শেষে গুল্টা ক্যাথলিক মিশন হল রুমে ফাদার কার্লোবুচ্চি'র সভাপতিত্বে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো: আব্দুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তারম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্বাস উজ্জামান আব্বাস, তাড়াশ রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি এম মামুন হুসাইন।

রাজশাহী: ভূমির অধিকার ও আইনগত মালিকানা নিশ্চিত করার দাবির মধ্য দিয়ে রাজশাহীতে সাঁওতাল বিদ্রোহের (হুল) ১৬০তম বার্ষিকী পালন করেছে আদিবাসীরা। মঙ্গলবার রাজশাহী মহানগরীতে র‍্যালি, মানববন্ধন, সমাবেশে ও আলোচনা সভার আয়োজন করে আদিবাসী সংগঠন। র‍্যালি ও মানববন্ধনে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে ফেস্টুন নিয়ে আদিবাসীরা অংশ নেন। রাজশাহীর তানোর উপজেলার মুন্ডুমালা ফজর আলী মোল্লা কলেজ মাঠে সমাবেশ করে আদিবাসীরা। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, আশ্রয় ও কারিতাসের সহযোগিতায় আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মুন্ডুমালা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামেল মার্ডী।

ঠাকুরগাঁও: ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস উদযাপন উপলক্ষে মঙ্গলবার ঠাকুরগাঁওয়ে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে। দুপুর ১২টায় জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ঠাকুরগাঁও জেলা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসক্লাব চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। তীর-ধনুক হাতে নিয়ে আদিবাসী নারী-পুরুষসহ অন্যান্যদের অংশগ্রহণে বিশাল র‍্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নওগাঁ: মঙ্গলবার নওগাঁর সাপাহারে আদিবাসী কৃষক ক্ষেতমজুর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের মহানায়ক সিধু-কানু স্মরণে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট নওগাঁ জেলার উদ্যোগে উপজেলার জিরো পয়েন্টে অবস্থিত স্বাধীনতার মুক্ত মঞ্চে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নওগাঁ জেলা কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মঙ্গল কিস্কুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সাঁওতাল বিদ্রোহের লড়াই থেকে শিক্ষা নিয়ে সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়।

দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ৯ আগস্ট পালিত

রাজধানীসহ সারা দেশে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বাংলা একাডেমি, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনরা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভূমি অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, দেশের স্বার্থে আদিবাসীদের মধ্যে সেতুবন্ধন জরুরি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করছে বলে জানান। তিনি বলেন, দেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিকের অধিকার রক্ষায় সরকার আন্তরিক। আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও সরকারের ভূমিকায় কোনো পার্থক্য নেই। প্রতিবছর আদিবাসীরাই কেবল আদিবাসী দিবস পালন করে। আগামী বছর থেকে সরকারি উদ্যোগে বাঙালি ও আদিবাসী একত্র হয়ে দিবসটি উদযাপন করবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান বলেন, আদিবাসীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে এ দেশেরই অস্বিত্ব থাকে না। তাই দেশের স্বার্থে আদিবাসীদের মধ্যে সেতুবন্ধন জরুরি। তিনি বলেন, পাহাড়ি এলাকায় বিদেশের কী জন্য প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না তা বোধগম্য নয়।

সন্তু লারমা বলেন, বর্তমান সরকারের কাছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ হয়ে গেছে। এবার স্বাধিকার আদায়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নামতে হবে। বর্তমান সরকার বোবা হয়ে গেছে, কানা হয়ে গেছে। তারা আমাদের কোনো কথা শোনে না। সরকার যদি মনে

করে দেশে আদিবাসী বলে কেউ নেই, তাহলে তারা ভুল করবে।

আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, অধ্যাপক সাদেকা হালিম, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, রোবায়েত ফেরদৌস প্রমুখ।

জাতিসংঘ আবাসিক প্রতিনিধি রবার্ট ওয়াটকিনস ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত পিয়েরে মায়াদুন উপস্থিত ছিলেন।

আদিবাসী দিবসের পূর্বে সারা দেশব্যাপী সমাবেশ ও র‍্যালি: গত ৩১ জুলাই বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামসহ দেশের ২৮টি জেলায় বিভিন্ন আদিবাসী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো সারা দেশে প্রতিবাদি সমাবেশ ও র‍্যালীর আয়োজন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে আদিবাসী ফোরামের নেতৃবৃন্দ ও সমমনা সংগঠন সমূহের আয়োজনে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রতিবাদী গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আদিবাসী দিবসের পূর্বে সংবাদ সম্মেলন: অস্তিত্ব রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আদিবাসীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম দশ দফা দাবি তুলে ধরেন। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, সমতল এলাকার আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন ও অন্যান্য দাবিসমূহ লিখিত বক্তব্যে তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী নেতা সঞ্জীব দ্রং, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, নোমান আহমেদ খান, শ্রী শক্তিপদ ত্রিপুরা, অসিত বরণ রায় প্রমুখ।

মোমবাতি প্রজ্জ্বলন: বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে গারো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (গাসু)। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ভূমি অধিকার ও অন্যান্য সকল মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বরগুনায় রাখাইন এলাকা পরিদর্শনে নাগরিক প্রতিনিধিদল

বরগুনার তালতলীতে রাখাইনদের শ্মশান এবং ভূমি দখলসহ নানা সমস্যার বিষয়ে জানতে ওই এলাকা পরিদর্শন করেছে জাতীয় পর্যায়ের একটি নাগরিক প্রতিনিধি দল। আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সদস্য উষাতন তালুকদার এমপির নেতৃত্বে তারা তালতলীপাড়া এলাকা পরিদর্শন করেন। পরে প্রতিনিধি দলেন সদস্যরা রাখাইন সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এ সময় রাখাইন নেতারা দাবি করেন, তালতলীপাড়ায় শ্মশানের জন্য এক একর ৩৩ শতাংশ জমি বরাদ্দ ছিল।

সময়ের সঙ্গে বেদখল হতে হতে বর্তমানে মাত্র ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ জমি রাখাইনদের হাতে রয়েছে। বাকি জমি স্থানীয় ভূমিদস্যুরা দখল করে নিয়েছে

মতবিনিময়ে ঊষাতন তালুকদার এমপি বলেন, ভূমি দস্যুরা টাকা-পয়সা দিয়ে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে অন্যের জমি দখল করে আসছে। সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে বিষয়টি আমলে নিয়ে রাজনীতির ঊর্ধ্বে ধেকে এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রতিনিধি দলেন প্রধান বলেন, লোভ এবং লাভের কারণে নিজস্ব সম্প্রদায়ের কিছু লোক ভূমি দস্যুদের সঙ্গে মিলে শ্মশানের জমি পর্যন্ত বিক্রি করছে। এক্ষেত্রে তিনি প্রশাসনের উদাসীনতাকেও দায়ী করেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমেদ খান, উন্নয়ন সংগঠক মাসুদা রওশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক অ্যাডভোকেট প্রকাশ বিশ্বাস, সাংবাদিক নোমান চৌধুরী, অন্তরা বিশ্বাস, বাদুলা ত্রিপুরা, আদিবাসী ফোরাম সদস্য রিপন বানাই, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর সাধারণ সম্পাদক কেরিংটন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দীপায়ন খীসা প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলন:

বরগুনায় রাখাইন এলাকা পরিদর্শন শেষে গত ২ সেপ্টেম্বর প্রতিনিধি দল সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনে বক্তাগণ, তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। রাখাইনদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তা থেকে তাদের উত্তরণের দাবি তুলেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান রাজনৈতিক শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদসহ আরও অনেকে।

পৃথক ভূমি কমিশন দাবিতে নাচোল থেকে রাজশাহী পর্যন্ত আদিবাসীদের লংমার্চ

পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের দাবিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল থেকে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় অভিমুখে লংমার্চ কর্মসূচি শুরু করেছে স্থানীয় আদিবাসীরা।

গত ১৫ নভেম্বর রোববার দুপুর ১২টার দিকে নাচোল বাসস্ট্যান্ড থেকে দু'দিনব্যাপি এই লংমার্চ শুরু হয়।

কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ন্যাপ ঐক্যের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য। এ সময় জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, প্রেসিডিয়াম সদস্য অনীল মারান্ডি, সাংগঠনিক সম্পাদক বিমল রাজেয়ারসহ আদিবাসী নেতারা উপস্থিত ছিলেন। লংমার্চ শুরুর আগে মানববন্ধন চলাকালে আয়োজিত সমাবেশে পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, সমতলের আদিবাসীরা ভূমিকেন্দ্রিক বিরোধের কারণে অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তাদের হত্যা-ধর্ষণ করা হচ্ছে।

ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের দেশ থেকেও বিতাড়িত করা হচ্ছে। জাল দলিল তৈরি করে আদিবাসীদের হাজার হাজার বিঘা জমি জবরদখল করে নেওয়া হয়েছে। আলাদা ভূমি কমিশন গঠন ছাড়া এ সমস্যার সমাধান হবে না। অন্য বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে আদিবাসীরাও রক্ত দিয়েছে। তারাও মুক্তিযুদ্ধ করেছে। কাজেই এ দেশে আদিবাসীদেরও সমান অধিকার ও গুরুত্ব দিতে হবে। নাচোল থেকে শুরু হয়ে লংমার্চ আমনুরা-গোদাগাড়ী হয়ে রাজবাড়ীতে রাতযাপন করবে। পরদিন সেখান থেকে কাশিয়াডাঙ্গায় পথসভা শেষে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হবে।

সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ও স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠনের দাবিতে নাচোল থেকে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় অভিমুখে দুই দিনব্যাপী 'লংমার্চ' শেষ

হয়েছে। সোমবার দুপুরে লংমার্চটি রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। এ সময় সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের উদ্যোগে লংমার্চের উদ্বোধনী পথসভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন।

ত্রুটিপূর্ণ ভূমি আইন সংশোধনের দাবি বিশিষ্টজনের

দেশের ভূমি-সংক্রান্ত বিদ্যমান সব আইন ও বিধিমালায় সমস্যা রয়েছে বলে এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের ভূমি আইনের বিভিন্ন ত্রুটি ধরে সেগুলো সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন বিশিষ্টজন। তারা বলেন, বিদ্যমান আইনের কিছু বিষয় বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। নারী অধিকারেরও পরিপন্থী। এসব সংশোধন না করলে মধ্য আয়ের দেশের যে স্বপ্ন মানুষ দেখছে, তা পূরণ হবে না। বরং তাতে উচ্চ ও নিম্নবিত্ত শ্রেণিই তৈরি হবে।

গত ২২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাজধানীর ফার্মগেটে ডেইলি স্টার ভবনে উন্নয়ন সংগঠন 'মানুষের জন্য' আয়োজিত 'বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন' শীর্ষক সেমিনারে গবেষণাটি উপস্থাপন করা হয়। গবেষণাটি উপস্থাপন করার পর বক্তারা বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারাকাতের নেতৃত্বে একদল গবেষক ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দেশের ভূমি-সংক্রান্ত ১৪৬টি আইন বিশ্লেষণ করেন। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনসহ ১১টি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে এই গবেষণা পরিচালিত হয়। গবেষণায় ভূমি আইন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে বলা হয়, ভূমি বিষয়ে সব আইনকে অধিকারভিত্তিক একক একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত না করতে পারলে দরিদ্র, প্রান্তীয় ও নারীর ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা কখনোই সম্ভব নয়। শেষ হবে না ভূমি নিয়ে জনগনের অসীম ভোগান্তি-দুর্ভোগ-ক্ষতি।

গবেষণার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরে আবুল বারাকাত বলেন, ৩০ জন গবেষক চার বছরের বেশি সময় ধরে এ গবেষণা করেছেন। ইংরেজিতে ২২ ভলিউম এই গবেষণার পৃষ্ঠাসংখ্যা চার হাজার। বাংলায় ২০ ভলিউমের এই গবেষণা সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠার। তিনি বলেন, দেশে ৩০ লাখ মামলার ৮০ শতাংশ জমি-জমা নিয়ে। ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১২ কোটি মানুষ এসব মামলায় জড়িত। জমি নিয়ে মামলা নিষ্পত্তি হতে তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ ৪৫ বছর লাগে, গড়ে সাড়ে নয় বছর।

গবেষণায় সব ভূমি আইনকে ২০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো; চরের জমি, জলমহাল, চিংড়িমহাল, পাথরমহাল, বালুমহাল, চা-বাগানের ভূমি, কৃষি খাসজমি, অকৃষি খাসজমি, অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি প্রশাসন, ভুমি সংস্কার, ভূমি ব্যবহার, ওয়াকফ, ট্রাস্ট, দেবোত্তর সম্পত্তি, ভূমি জরিপ, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভূমি আইন। গবেষণায় প্রতিটি ভূমি আইনের সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ আছে। আইনগুলোর যেসব সংস্কার, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের সুপারিশ করা হয়েছে, বিচার-বিশ্লেষণ করে তা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। বিদ্যমান ভূমি আইনের বিভিন্ন ত্রুটি তুলে ধরেন। এসব ত্রুটির কথা স্বীকার করে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরিফ ডিলু প্রবন্ধটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে প্রয়োজনে ত্রুটি সংশোধনের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। গণতন্ত্র শক্তিশালী হলে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন কমে যায়। আইন কার্যকর হলে ভূমিদস্যুরাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ফজলে হোসেন বাদশা এমপি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে যে ভূমি সংস্কার প্রয়োজনে ছিল, সেটা হয়নি। ভূমিহীনদের খাসজমি পাওয়ার কথা থাকলেও তারা খাসজমি পায় না। আদিবাসীদের গ্রামে বিদ্যুৎ যায় না। পাকা রাস্তা হয় না।

সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি এমপি বলেন, তার কাছে দশজন সমস্যা নিয়ে এলে তার আটজনেরই সমস্যা থাকে ভূমি সংক্রান্ত। কিন্তু ভূমির বিষয়ে এমপিদের কোনো ক্ষমতা নেই। ডিসি, এসপি, এসি ল্যান্ড, তহসিলদারদের হাতে ক্ষমতা। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার অবসান না হলে আইন সংস্কার করে লাভ হবে না।

অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন, অর্পিত সম্পত্তির মালিক হয়ে যাচ্ছেন অন্যরা। যার জমি তার বংশধররা পাচ্ছেন না।

আদিবাসী নেতা সঞ্জীব দ্রং বলেন, প্রচলিত আইন দিয়ে আদিবাসীদের ভূমি রক্ষা করা যাবে না। গারো-খাসিয়াদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ভূমি কমিশন গঠনের দাবি জানান তিনি। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'মানুষের জন্য'র নির্বাহী পরিচালক শাহিনা আনাম।

পাল্লাথল পুঞ্জিতে নাগরিক প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী পাল্লাথল পানপুঞ্জির খাসিয়ারা তাদের পানজুম থেকে উচ্ছেদের আতঙ্কে রয়েছেন। ভারত বাংলাদেশের চুক্তি অনুযায়ী যৌথ জরিপে পানজুমটি ভারতের অংশে পড়ে যাওয়ায় এ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

পানপুঞ্জির বাস্তবতা সরেজমিনে দেখতে মঙ্গলবার (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬) পানপুঞ্জি পরিদর্শন করেছেন একটি নাগরিক প্রতিনিধি দল। এ সময় তারা পুঞ্জির খাসিয়া সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথেও কথা বলেন। প্রতিনিধি দল পুঞ্জি এলাকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিক ও জনগণের সাথে আলোচনাকালে বলেন, মানবিক বিবেচনায় আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন।

সরেজমিনে পাল্লাথল পুঞ্জিতে গেলে প্রতিনিধি দল ও পুঞ্জির আদিবাসীরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে পাল্লাথল পান পুঞ্জির আদিবাসীরা খাসিয়া ও গারো আদিবাসীরা সেখানে বসবাস করে আসছে। সম্পতি বাংলাদেশ ও ভারতের অপদখলীয় জায়গায় যৌথ জরিপ হয়েছে। এসময় পাল্লাথল পুঞ্জি এলাকা বাংলাদেশের অংশে এবং পাল্লাথল আদিবাসীদের আয়ের উৎস পানজুম ভারতের অংশে পড়েছে। এতে পাল্লাথল পানপুঞ্জির আদিবাসী ৫০টি পরিবারের মধ্যে জীবন-জীবিকা নিয়ে চরম উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য, মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘরের ট্রাস্টি জিয়া উদ্দিন তারিখ আলী, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড: নূর মোহাম্মদ তালুকদার, আদিবাসী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দীপায়ন খীসা, রেভা: ফাদার যোসেফ গমেজ, আদিবাসী সংগঠন কুবরাজের সাধারণ সম্পাদক ফ্লোরা বাবলী তালাং এবং জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

পানপুঞ্জির বাসিন্দা শাহবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র জনবক খংলা বলেন, পান পুঞ্জিতে যেতে আগে সমস্যা হতো না। আমাদের অভিভাবকরা জুমের আয় দিয়ে পরিবার ও আমাদের পড়ালেখায় খরচ চালাতেন। একমাত্র আয়ের উৎস পান জুম চলে যাওয়ায় আমাদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তায় আছি। সত্যিই আমাদের জুমগুলো চলে গেলে পেটে খানি জুটতো না।

ডিমন বারে নামে খাসি তরুণী বলেন, দীর্ঘকাল থেকে এই পুঞ্জিতে কাজ করে আমাদের সবার জীবন চলছে। এখন শুনছি ভারতের পুঞ্জির জায়গা চলে যাচ্ছে। পুঞ্জি ভারতে চলে গেলে কাজ করবো কোথায়। অসহায় হয়ে পড়বো এই আশঙ্কায় আমরা আছি।

আদিবাসী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দীপায়ন খীসা বলেন, খাসিয়ারা অনেক বছর ধরে এখানে বসবাস করছে। আমরা ভারত ও বাংলাদেশের চুক্তিতে দেখেছি জরিপে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কথা বিবেচনা করা হবে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের জরিপে সেটা অনুসর করা হচ্ছেনা। কিন্তু খাসিয়াদের জীবিকার মূল উৎসটা কোন না কোনভাবে ভারতে চলে যাচ্ছে। এতে খাসিয়াদের জীবন-জীবিকার সংকট তৈরী হচ্ছে। মানবিক বিবেচনায় জুম রক্ষার বিষয়টি দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ে ভাবা দরকার।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপিত

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ১০ ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জায়গায় গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়। আইপিডিএস-এর শাখা অফিস সমূহ দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশের ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত র‍্যালিতে আইপিডিএস বিশাল র‍্যালিসহ অংশগ্রহণ করে। এসব আলোচনা থেকে বক্তারা গুম, খুন ও বিচারবহির্ভুত হত্যার নিন্দা জানিয়ে সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার দাবি করেন। একই সঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করতে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয়। মানবাধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের উদ্যোগী ভূমিকা প্রত্যাশা করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, মানবাধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রের নয়। এ জন্য প্রয়োজনে প্রতিদিন সচেতন নাগরিকদের সম্পৃক্ত থাকতে

হবে। সারা দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো ভূয়া মানবাধিকার সংগঠন গড়ে উঠেছে। এসব সংগঠনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র কোনো জোরালো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, দেশে বিভিন্ন কারণে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয়। তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হতে পারে, জাতিগত সংখ্যালঘু হতে পারে, আবার ভাষাভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক হতে পারে। সেই অধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে প্রতিবাদের ভাষায় কথা বলা এবং আক্রান্তের পাশে দাঁড়াতে নাগরিকদের আহ্বান জানান তিনি।

'মানবাধিকার প্রতিদিনই হোক'-এই কথাটি উচ্চারণ করতে চাই। মানবাধিকার দিবসকে ঘিরে শুধু ১০ ডিসেম্বর কথা বলব, আলোচনা সভা ও আয়োজন করব, এটা মানবাধিকার সুরক্ষা নয়। এর জন্য প্রতিদিন নাগরিকদের সম্পৃক্ত থাকতে হবে।

সবাই মিলে অধিকার বঞ্চিত নাগরিকের অধিকার বঞ্চিত নাগরিকের অধিকার আদায়ে ও সুরক্ষিত করার জন্য আমাদের প্রত্যেকের ওপর যে দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ব রয়েছে, তা পালনে সচেতন থাকব। সমাবেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানসহ অন্যান্য বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন।

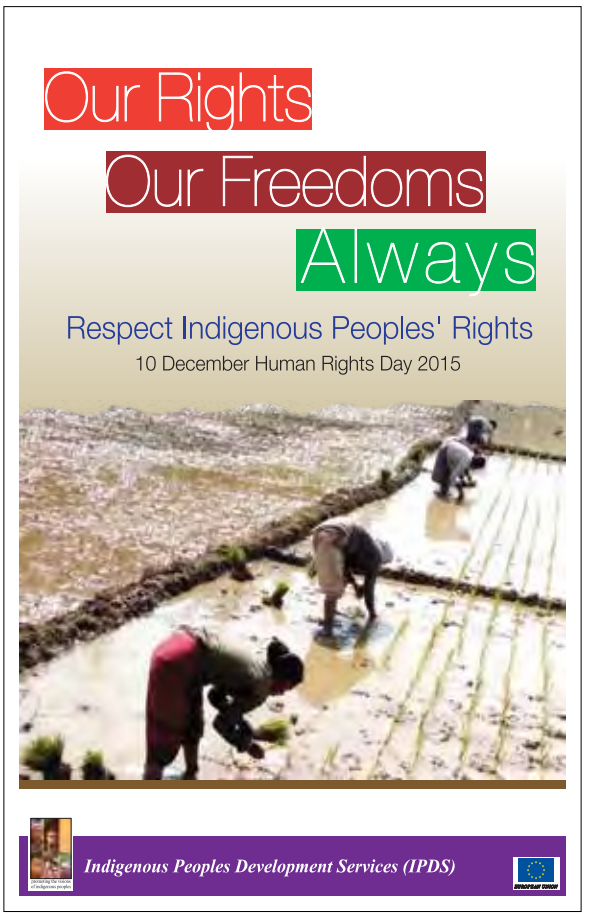

সোমবার, ২৫ মে ২০১৫ **সমকাল**

গারো তরুণী ধর্ষণের প্রতিবাদ ও ধর্ষকদের গ্রেফতারের দাবিতে রোববার জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বিভিন্ন আদিবাসী ও সামাজিক সংগঠন ■ সমকাল

কর্মস্থল থেকেই টার্গেট হন গারো তরুণী

প্রতিবাদ-বিক্ষোভ অব্যাহত

মাইক্রোবাসে গণধর্ষণ

■ সমকাল প্রতিবেদক

কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে গারো তরুণীকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে গণধর্ষণের পর দুর্বৃত্তরা গাড়িতেই তাদের পোশাক পরিবর্তন করে। প্রত্যেকে ব্যাগে আলাদা পোশাক নিয়ে যায়। বেঁধে ফেলা হয় মেয়েটির মুখ ও হাত-পা। পোশাক পরিবর্তনের সময়ই মাইক্রোবাসের চালকের কাছে থাকা মোবাইলে একটি ফোন আসে। চালক সেটি গাড়িতে থাকা এক যুবকের হাতে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'তুষার' তোর ফোন। এর পর তুষার নামধারী ওই যুবক অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তিকে বলতে থাকে 'কাজ শেষ। তোদের চেয়ে আমাদের... আরও বেশি ভালো।' ফোনে কথা শেষ করেই মেয়েটিকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দুর্বৃত্তরা বলতে থাকে– 'চুপ থাকবি, বাড়াবাড়ি করলে একেবারে শেষ করে দেব।' এর পর বাসার ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৩

দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ সংসদীয় কমিটির • পৃষ্ঠা-১৯

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট ২০১৫

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে সন্তু লারমা

আদিবাসীদের পাশে দাঁড়াতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান

বিশেষ প্রতিনিধি •

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা

অস্তিত্ব রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আদিবাসীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা। একই সঙ্গে তিনি সরকারি উদ্যোগে জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সন্তু লারমা এই আহ্বান জানান। গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীতে স্থানীয় একটি হোটেলে এই সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, দেশে আদিবাসীদের জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার সরকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে চলেছে। তাদের মানবাধিকার পরিস্থিতি খুবই করুণ। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে অহরহ।

সারা দেশে আদিবাসীদের ভূমি দখল চলছে দাবি করে সন্তু লারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৮ বছর পার হলেও তার একটি মৌলিক বিষয়ও বাস্তবায়ন করা হয়নি।

সন্তু লারমার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আদিবাসীদের এই সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংগ্রামেরই অংশ। দেশের প্রগতিশীল ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম আছে।

সংবাদ সম্মেলনে লেখক-কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, দেশে সরকারিভাবে অনেক রকম দিবস পালিত হয়। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসটি অবশ্যই সেই মর্যাদা পেতে পারে। কিন্তু আদিবাসীদের সম্পর্কে সরকারের এক প্রকার মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আদিবাসী শব্দে সরকারের বোধ হয় এলার্জি হয়। কিন্তু তারা এ দেশেরই মানুষ। সব ধরনের অধিকার তাদের প্রাপ্য।

৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে সন্তু লারমা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কর্মসূচি শুরু হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে আদিবাসী ফোরামের ১০ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান ও জীবনমান উন্নয়নে রাষ্ট্রসহ সবার এগিয়ে আসা; পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সময়সূচিভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা, আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি প্রভৃতি।

আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং ও বেসরকারি সংস্থা আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমেদ খান সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, আদিবাসী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, কমিউনিষ্ট কেন্দ্রের যুগ্ম আহ্বায়ক অসিত বরণ রায় প্রমুখ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলো সোমবার, ১ জুন ২০১৫

আয় বন্ধের শঙ্কায় পাল্লাতলবাসী

পানজুম এলাকা ভারতে চলে যাবে এমন উদ্বেগ খাসিয়া ও গারোদের

উজ্জ্বল মেহেদী, পাল্লাতল (বড়লেখা) থেকে ফিরে •

'পানজুম অইল আমরার পেট। এই পেট না থাকলে পিঠ দিয়ে আর কী অইর্ব—কথাটি বললেন আদিবাসী লোকাশ বাহাদুর। তিনি ভারত সীমান্তবর্তী মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের পাল্লাতলের বাসিন্দা।

লোকাশ শাহবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য এবং পাল্লাতল পানপুঞ্জিপ্রধান (হেডম্যান)। ভারতের পার্লামেন্টে সীমান্ত চুক্তি বিল পাস হওয়ার পর থেকে লোকাশের মতো পাল্লাতলের সবাই উদ্বিগ্ন, তাঁদের আয়ের একমাত্র অবলম্বন পান চাষের ওই জায়গা থাকবে কি না। কারণ, পানজুম এলাকা ভারতীয় জমি। ওই এলাকায় গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার দুই দফা মাপজোখ করেছে ভারতীয় জরিপ দল। এতে পাল্লাতলের বাসিন্দাদের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এ ছাড়া পানজুম

একাংশে চা-বাগান। পাল্লাতল পানজুম ঘিরে রয়েছে কুমারশাইল ও বাতামতল নামে আরও দুটি পানপুঞ্জি। সরেজমিনে গেলে বাসিন্দারা জানান, সীমান্ত চুক্তি বিল পাসের পর সীমান্ত এলাকায় নতুন করে মাপজোখ করার ভারতীয় তৎপরতা দেখে প্রথমে বড়লেখা উপজেলা ও গত ৭ মে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়। প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে, এ সংক্রান্ত তৎপরতার খবর তাঁদের জানা নেই। তবে মাপজোখ তৎপরতা অব্যাহত থাকায় ১১ মে জেলা প্রশাসনকে পাল্লাতল, কুমারশাইল ও বাতামতল পানপুঞ্জির পক্ষে লিখিতভাবে জানানো হয়, পানজুম ভারতে হস্তান্তর হলে ১২০০ আদিবাসী কর্মহীন হয়ে পড়বে। সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ২০০ পরিবার।

১৯ মে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় একটি প্রতিনিধিদল পাল্লাতল পরিদর্শন করে। সেদিন বিকেলে পাল্লাতল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভা হয়। সভায় পাল্লাতলের বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও

The Daily Star
Dhaka Monday August 10, 2015

Adivasis stage a street play at the Central Shaheed Minar in the capital yesterday during their celebrations to mark the International Day of the World's Indigenous Peoples 2015. Bangladesh Adivasi Forum organised the festivities.

Call for rights, dignity

Int'l Day of World's Indigenous Peoples observed

STAFF CORRESPONDENT

The indigenous communities across the country yesterday observed the International Day of the World's Indigenous Peoples, demanding equal rights and dignity everywhere.

Lamenting that they still do not have constitutional recognition, they called upon indigenous youths and students to be vocal in realising their demands.

Academics, rights activists and civil society members also expressed solidarity with the indigenous people, who marched in rallies, performed their traditional dances and staged a play at the Central Shaheed Minar and Bangla Academy in the capital.

"Throughout my life, I have seen so much of deprivation, discrimination and the rulers' communal attitude that brought unbearable pain in my life," said Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Santu Larma, president of Bangladesh Indigenous Peoples' Forum.

Addressing the inaugural session of a two-day programme at Bangla Academy,

Larma, also chairman of the Chittagong Hill Tracts Regional Council, said extreme nationalism of the ruling elites proves that they have not been democratic and respectful to around three million indigenous people of 54 indigenous communities in Bangladesh.

Worldwide, the day was observed with the theme "Post 2015 Agenda: Ensuring indigenous peoples health and wellbeing".

Prof Mizanur Rahman, chairman of the National Human Rights Commission, said there were efforts from various quarters to hamper celebration of the day in the country.

Referring to deprivation of land rights and violence on the indigenous people in the hill districts, he regretted that abductors of Kalpana Chakma, a hill women's leader who was kidnapped 19 years ago, have not been brought to justice yet.

Civil Aviation and Tourism Minister Rashed Khan Menon said there is a negative attitude towards the indigenous people in the highest level of the society, which is reflected in other levels.

SEE PAGE 11 COL 6

The Daily Star
Dhaka Sunday January 25, 2015

Santal houses looted, torched

Bangalee villagers go on the rampage as clash over disputed land leaves 1 dead

STAR REPORT

At least six houses were set ablaze and several others looted in a Santal village by people from nearby villages after a clash over disputed land left one killed in Parbatipur upazila of Dinajpur yesterday.

The deceased was identified as Sohag Islam, 30, son of Zahurul Islam from Habibpur village. Police arrested 19 people of the Santal community in connection with the killing.

The clash ensued when Sohag and his father along with some labourers had moved to till a piece of land at Barodol Sarkar para, a Santal majority village. A few Santal families claim ownership of the land for over decades now, according to locals.

All males of Sarkar para village where 56 Santal families live have fled their homes to evade arrest. Those who have stayed back, especially women and children, are living in fear of further attacks.

Locals said Md Zahurul Islam was involved in a long-standing dispute over 18 acres of land with some Santal

SEE PAGE 10 COL 5

NEWAGE SATURDAY, AUGUST 1, 2015,

Rights activists demai celebration of internat indigenous people day

Staff Correspondent

ETHNIC leaders and right activists held a rally demanding that the government should recognise the International Day of the World's Indigenous People, observed on August 9 every year across the globe.

The rally was organised by Bangladesh Adivasi Forum in front of the Swaparjito Shadhinota Sculpture in the capital on Friday.

Speakers at the rally called on the government to celebrate the day officially like all other important days.

Noted journalist and columnist Syed Abul Maksud said the day was first declared by the United Nations General Assembly and as a member of the organisation, Bangladesh should show respect to UN's decision to observe day with great enthusiasm.

Institute for Environment and Development Executive Director Numan Ahmed Khan said the state, the government and society in general to deprive nity from t must be st

Banglad rum gener jeeb Drong rally, said observed t be honore tionally.

Ethnic searcher si, leader Chhatra S and repres eral ethni others, spo

সহযোগিতায় :

European Union